خزائن قرآن وحدیث

খাযায়েনে কোরআন ও হাদীছ

(কোরআন ও হাদীছের রত্নভাণ্ডার)





রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফবিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব
দামাত বারাকাতুহুম

খাযায়েনে কোরআন ও হাদীছ

(কোরআন ও হাদীছের রত্নভাণ্ডার)

মূল ঃ

সিলসিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহ্‌রওয়ার্দিয়ার

বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ

রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌

হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব

দামাত বারাকাতুহুম

তরজমা ঃ

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

খলীফায়ে আরেফবিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব

খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (ছাপড়া মসজিদ)

৪৪/২ চানকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Mobile : 01914-735615

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনীর পক্ষে
অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ ঃ
সফর ১৪২৭ হিজরী

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
জিলহজ্ব ১৪২৭ হিজরী
জানুয়ারী ২০০৭ ইং

প্রাপ্তিস্থান ঃ
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার,
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া,
গুলশান-এ-আখতার
৪৪/৬, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া,
ঢাকা-১২০৪ (মোবা ঃ ০১৭১৬৩৭২৪১১)

মূল্য ঃ বত্রিশ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
এই সূরা পাঠ করিলে ১০ খতম কোরআনের ছাওয়াব····	৮৯
এক মিনিটে এক খতম কোরআনের ছাওয়াব············	৮৯
এক হাযার আয়াতের ছাওয়াব····························	৯০
এক শত নফল হজ্জের ছাওয়াব··························	৯০
প্রতি কদমে ১ বৎসরের নফল রোযা ও ১ বৎসরের নফল নামাযের ছাওয়াব··	৯১
দরূদে-ইব্রাহীমী উত্তম নাকি দরূদ লাখী বা দরূদে-তাজ ?	৯১
সবচেয়ে ছোট্ট দরূদ শরীফ··································	৯৩
বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের, আগুন ও সব ধরনের বিপদ হইতে নিরাপদ থাকার দোআ··········	৯৩
জাহান্নাম হইতে মুক্তির দোআ································	৯৫
যেই দোআর ছাওয়াব এক হাজার দিন পর্যন্ত লেখা হয়···	৯৬

কুদৃষ্টি হইতে একবার চক্ষু হেফাযত করা দশ হাজার রাকআত তাহাজ্জুদ অপেক্ষা উত্তম।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ)

কুতবে-আলম আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা
শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর

বিশেষ দোআ ও বাণী

আমার স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব আমার নেহায়েত খাস আহবাবদের একজন। আল্লাহ্পাক তাকে ছহীহ্-সালামতে রাখুন। আমার প্রতি তার মহব্বত খুবই আসক্তিপূর্ণ। বাংলাদেশের সমস্ত আহবাবই মহব্বতওয়ালা। কিন্তু সে হচ্ছে বাংলাদেশের 'আমীরে মহব্বত'। আমার সাথে তার সম্পর্ক ও মহব্বত নজীরবিহীন। এটি সেই মহব্বতেরই কারামত যে, আমার যে-সকল গ্রন্থাবলীর সে অনুবাদ করেছে, তা সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সর্ব মহলেই যারপরনাই সমাদৃত। কারণ, সে শুধু শব্দেরই অনুবাদ করে না, বরং আমার অন্তরের গভীর ভাব-চিত্রও তুলে ধরে। তার লেখা ও বয়ান মহব্বতে পরিপূর্ণ। মহব্বতের তীব্রতা ও প্রবলতা তার এলমের দরিয়াকে নেহায়েত সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী বানিয়ে দিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ)-এর এলমী ভাণ্ডার ও আমার রচনাবলীকে বাংলাভাষায় পেশ করার লক্ষ্যে আমারই পরামর্শক্রমে সে 'হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী'টি কায়েম করেছে।

দোআ করি আল্লাহ্পাক তাকে এলমে, আমলে, তাক্ওয়ায় এবং পূর্বসূরী বুযুর্গানের অনুসরণ-অনুগামীতায় আরো উন্নতি-অগ্রগতি দান করুন। তার কুতুবখানায় (প্রকাশনীতে) খুব বরকত নাযিল করুন। তার অনূদিত ও রচিত সকল গ্রন্থাবলী, তার বয়ান ও রচনা এবং তার দ্বীনি মেহনতসমূহকে সর্বোত্তম কবূলিয়তে ভূষিত করুন। ঘরে-ঘরে পৌছিয়ে দিন। কিয়ামত পর্যন্ত সদ্কায়ে-জারিয়া বানিয়ে রাখুন। আমীন।

মুহাম্মদ আখতার
খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
গুলশান-ই ইকবাল, ব্লক-২, করাচী
১১ই শা'বান আল্ মোআয্যম ১৪২৭ হিজরী

باسمہ تعالیٰ شانہ

HAKIM MUHAMMAD AKHTAR

NAZIM
MAJLIS-E-ISHATUL HAQ

KHANGAH IMDADIA ASHRAFIA
ASHRAFUL MADARIS
GULSHAN-E-IQBAL-2, KARACHI.
P.O.BOX NO. 11182
PHONES : 461956 - 462676 - 4981954

حکیم محمد اختر عفی عنہ
ناظم مجلس اشاعۃ الحق
خانقاہ امدادیہ اشرفیہ اشرف المدارس
گلشن اقبال بلاک ۲ کراچی
پوسٹ بکس نمبر ۱۱۱۸۲
فون: ۴۶۱۹۵۶ - ۴۶۲۶۷۶ - ۴۹۸۱۹۵۴

عزیزم مولانا عبد المتین صاحب سلمہ میرے بہت ہی خاص احباب میں ہیں اور مجھ سے بے انتہا والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سب احباب ہی اہل محبت ہیں لیکن وہ بنگلہ دیش کے امیر محبت ہیں۔ میرے ساتھ ان کا تعلق و محبت بے مثال ہے۔ یہ محبت ہی کی کرامت ہے کہ میری تالیفات کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ خواص و عوام میں بے حد مقبول ہے کیونکہ وہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے میری کیفیات قلبی کی بھی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کی تقریر و تحریر محبت سے لبریز ہے، محبت کے استیلاء نے ان کے دریائے علم کو نہایت شیریں اور وجد آفریں بنادیا ہے۔

حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور احقر کی تالیفات کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کے لیے احقر کے مشورہ سے انہوں نے حکیم الامت پرکاشنی قائم کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور تقویٰ اور اتباع اسلاف میں مزید ترقیات عطا فرمائے اور ان کے کتب خانہ میں خوب برکت نازل فرمائے اور ان کے تراجم و تالیفات اور ان کی تقریر و تحریر اور دینی کاوشوں کو شرف حسن قبول بخشے اور گھر گھر عام کردے اور قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ

۱۱ شعبان المعظم ۱۴۲۰ھ

অনুবাদকের ভূমিকা

বক্ষমান এই ছোট্ট কিতাবখানা মহামান্য পীর ও মোর্শেদ কুত্বে-আলম মোর্শেদে-কামেল-মোকাম্মেল, আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মোহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এর লেখা একটি মূল্যবান ওযীফা। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে যে-সকল দামী দামী দোআ-কালাম নাযিল করিয়াছেন এবং প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম উম্মতকে যে-সকল অতি উপকারী আমল বাতলাইয়াছেন, বিখ্যাত এই বুযুর্গ তন্মধ্য হইতে চয়ন করিয়া করিয়া কতিপয় সহজ ও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অতি মূল্যবান আমল এই কিতাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বাংলা-পাক-ভারত, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ সহ সারা-বিশ্বে ইহা খুব চালু ও সমাদৃত হইয়াছে। লোকেরা ইহার দ্বারা খুব উপকার পাইতেছে। দূর দূর হইতে আসিয়া খোঁজ করিতেছে।

আল্লাহ্পাকের অপার করুণায় বাংলাভাষী মুসলিম ভাই-বোনদের জন্য ইহার বঙ্গানুবাদ পেশ করা হইল। তবে, কোরআন শরীফের বাংলা-ইংরেজী উচ্চারণ শরীঅতের দৃষ্টিতে যেমন সর্বসম্মত ভাবে হারাম, তেমনি ইহাও বাস্তব সত্য যে, বহু আরবী হরফের বাংলা-উচ্চারণ সঠিকভাবে একেবারেই অসম্ভব। তাই, আমরা বাংলা উচ্চারণ দেই নাই। অনুগ্রহ করিয়া আপনার প্রয়োজনীয় দোআ বা ওযীফাটি কোন আলেম বা ক্বারী সাহেবের নিকট শুদ্ধ করিয়া ধরিয়া নিলে আপনি বেশী উপকৃত হইবেন। অশুদ্ধ আমল আর শুদ্ধ আমলের ফলাফল নিশ্চয় এক হইবে না।

হযরত শায়েখ দামাত বারাকাতুহুম প্রাত্যহিক বা সকাল-সন্ধ্যার যে-সকল আমল বাতলাইয়াছেন, শেষে তাহাও সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তদুপরি, যেহেতু ইহা একটি ওযীফার কিতাব, তাই অতি উপকারী বিবেচনায় আরও কয়েকটি মূল্যবান আমল সর্বশেষে বর্ধিত করা হইয়াছে। আল্লাহ্পাক ইহাকে মূলের মতই কবূল করুন এবং দো-জাহানে আমাদের শান্তি ও নাজাতের ওসীলা বানাইয়া দিন। আমীন

মুহাম্মদ আবদুল মতীন বিন-হুসাইন
৬ই রবীউছ্-ছানী ১৪২০ হিঃ
২০ জুলাই ১৯৯৯ ইং

কুতুবে-আলম আরেফবিল্লাহ 'রূমীয়ে-যামানা' হযরত

মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর

'আন্তরিক তাওয়াজ্জুহ্পূর্ণ তাজা বাণী'

মাওলানা আবদুল মতীন (ছাল্লামাহুল্লাহ তা'আলা) আমার অত্যন্ত খাস্ দোস্ত-আহ্বাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজী ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে যখন আমার সর্বপ্রথম সফর হইলো, তখন হইতেই সে আমার সহিত দেওয়ানা-আশেকের সম্পর্ক রাখে। 'সে আমার হৃদয়-অগ্নির তরজুমান।' ('আমার অন্তর্জ্বালা ও হৃদয়-বেদনার ব্যাখ্যাতা'।) সে আমার অনেকগুলি কিতাব এবং ওয়াযসমূহেরও অনুবাদক।

"যে-ব্যক্তি আমার কোন ওয়ায, বয়ান বা আমার কোন গ্রন্থের অনুবাদ মাওলানা আবদুল মতীনের অনূদিত ভাষায় পড়িয়াছে, সে যেন 'আমারই অন্তর্জ্বালা' এবং 'আমারই অন্তর্নিহিত হাল-অবস্থাসমূহ' পাঠ করিয়া লইয়াছে।"

খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
গুলশান-ই-ইকবাল-২ করাচী।

মুহাম্মদ আখতার
(আফাল্লাহু তাআলা আনহু)
১৬ মুহররম ১৪৩০ হিঃ
১৪ জানুয়ারি ২০০৯ ইং

[illegible]

محمد اختر

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ
[illegible]
گلشن اقبال ۲ کراچی
فون: [illegible] پوسٹ بکس نمبر: [illegible]

عزیزم مولانا عبد المتین سلمہ اللہ تعالیٰ میرے بہت ہی خاص احباب
میں سے ہیں [illegible] ۱۹۸۰ء میں جب احقر کا بنگلہ دیش کا پہلا سفر ہوا تھا
[illegible] سے احقر سے عاشقانہ و والہانہ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ میرے درد دل
[illegible] اور میری بہت سی کتابوں اور مواعظ کے مترجم ہیں
[illegible] کا ترجمہ جو [illegible]
[illegible] پڑھ لیا اس نے گویا میری
[illegible] اور میری قلبی کیفیات کو پڑھ لیا فقط

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ

۱۶ محرم الحرام ۱۴۳۰ھ
مطابق ۱۴ جنوری ۲۰۰۹ء

সমকালীন বুযুর্গানের যবানে
গ্রন্থকারের একটু পরিচয়

আল্লাহপাকের বে-শুমার হাম্‌দ্‌। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, তাঁহার আছহাবে-কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হুম ও তামাম আওলিয়ায়ে-উম্মতের প্রতি অসংখ্য দুরূদ ও সালাম। অতঃপর আরয এই যে, অত্র কিতাবের ভাষ্যকার মহামান্য ও পরমপ্রিয় মোর্শেদ আরেফবিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গানেদ্বীনের অন্যতম। চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার বরং চারি তরীকার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ, প্রায় দেড় হাজার কিতাবের গ্রন্থকার ও ভাষ্যকার, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর সিল্‌সিলার আমানত বাহক আরেফীন ও কামেলীনের অন্যতম হিসাবে বিশ্বময় তাঁহার সুখ্যাতি রহিয়াছে।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীর অতি উচ্চ স্তরের খলীফা হযরত মাওলানা শাহ্‌ আবদুলগনী ফুলপুরী (রহ.)-এর তিনি খাছ আশেক্‌ ও খাছ খাদেম ছিলেন। সুদীর্ঘ প্রায় পনের বৎসর কাল তিনি ঐ মহান পরশ-পাথরের ছোহ্‌বতে, তাঁহার প্রেমবিদগ্ধ হৃদয়ের দোআ ও ধোঁয়ার মধ্যে কাটাইয়াছেন। হযরত শাহ্‌ আবদুলগনী ফুলপুরী (রহ.) বলিতেন ঃ হাকীম আখ্‌তার সর্বদা আমার সঙ্গে এইভাবে জড়াইয়া থাকে যেভাবে কোন শিশু মায়ের হাত কিংবা আঁচল ধরিয়া সর্বদা তাহার মায়ের সঙ্গে জড়াইয়া থাকে।

যৌবনের প্রারম্ভে তিন বৎসর কাল তিনি সমকালীন ভারতের নকশ্‌বন্দিয়া তরীকার সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ্‌ মুহাম্মদ আহ্‌মদ ছাহেব এলাহাবাদী (রহ.)-এর ছোহ্‌বতে অতিবাহিত করিয়াছেন। মাওলানা এলাহাবাদী (রহ.) বলিতেন, আখতার! বহুলোকের ছীনায় এল্‌ম ও এরফান থাকে, কিন্তু তাহার যবান থাকে না। আবার অনেকের যবান থাকিলেও এল্‌ম ও এরফানের দৌলত থাকে না। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহপাক তোমার ছীনাকে মা'রেফাত ও মহব্বতের দৌলত দ্বারা যেমন ধন্য করিয়াছেন, তেমনিভাবে মহব্বত ও মা'রেফাতবর্ষী যবানও তোমাকে দান করিয়াছেন।

হযরত ফুলপুরীর এন্তেকালের পর তিনি হাকীমুল উম্মতের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খলীফা, সুন্নতে-রাসূলের বে-মেছাল আশেক, মুহীউছ্‌ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্‌ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর হাতে বায়আত হন। অতঃপর একদা তিনি তাঁহাকে পবিত্র কা'বা শরীফ হইতে খেলাফত প্রদান করেন। তাঁহার দোআর বরকতে আল্লাহপাক হযরতের এক কালের নিশ্চল যবানকে এমনিভাবে খুলিয়া দেন যে, বিশ্বের বড় বড় বাগ্মীরাও মহব্বত ও মা'রেফাতের সাগরবর্ষী ঐ যবানের সামনে নিজেদেরকে নিরেট বোবা বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হয়। আল্লাহপাক ঐ জান্‌ ও যবানকে বিশ্ববাসীর উপর আফিয়তের সহিত দীর্ঘজীবী করুন। আমীন।

হযরত মুহীউছ্‌ছুন্নাহ বলেন, বড় বড় বুযুর্গানেদ্বীন স্বীয় মাশায়েখের প্রতি কিভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া জান-কোরবান খেদমত করিয়াছেন তাহা আমরা শুধু কানে শুনিয়াছি কিংবা কিতাবে পড়িয়াছি। মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেবের মধ্যে তাহা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিলাম।

হাকীমুল-উম্মতের বিশিষ্ট খলীফা করাচীর ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব (রহ.) বলেন, আল্লাহপাক আমার প্রিয়পাত্র মুহ্‌তারাম মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখ্‌তার ছাহেবকে এমন এক রূহানী তাকত্‌ নসীব করিয়াছেন যাহা হৃদয় সমূহকে মস্‌ত্‌ ও উত্তপ্ত করিয়া দেয়। হাকীকত ও মা'রেফাতের যে এক যওক্‌ ও আকর্ষণ তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান, ইহা তাঁহার বুযুর্গানের ফয়েয-বরকত।

বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দ (ভারত)-এর শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা আবদুল হক ছাহেব বলেন ঃ আমি হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখ্‌তার ছাহেবের ছাত্রজীবনের সাথী। বাল্যকাল হইতেই মোত্তাকী হিসাবে তাঁহার শোহ্‌রত ও সুপরিচিতি ছিল। ছোট্ট বেলায় যখন তিনি মসজিদে নামায পড়িতেন, লোকেরা গভীর আগ্রহে তাঁহার নামায দেখিতে থাকিত। এরূপ নামায আমি জীবনে আর কোথাও দেখি নাই। তিনি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ।

মুহীউছ্‌ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা ছালাহুদ্দীন ছাহেব (রহ.) একদা বলিতেছিলেন ঃ হযরত হাকীম ছাহেবের ভিতর হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব মুহাজিরে-মক্কী (রহ.)-এর আখলাকের প্রভাব বেশী।

হাকীমুল-ইছলাম হযরত মাওলানা কারী তাইয়েব ছাহেব (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, সিলেট দরগাহ্ হযরত শাহ্ জালাল মাদরাসার মোহ্তামিম হযরত মাওলানা আকবর আলী ছাহেব (রহ.) একদা আমাদের সম্মুখে হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবকে যমানার শামসুদ্দীন তাবরেযী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর খাছ খাদেম ও মুহীউচ্ছুন্নাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব (রহ.) বলেন ঃ আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব হইতেছেন লেছানে-হাকীমুল উম্মত।

সারাবিশ্বে তাঁহার খলীফাদের মধ্যে রহিয়াছেন বাংলাদেশে-উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মোহাদ্দেছ হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব (রহ.), ঢাকার বড় কাটারা মাদরাসার সাবেক মোহ্তামিম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব চাঁনপুরী হুযূর (রহ.), লালবাগ মাদরাসার প্রবীণ মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ ছাহেব (ঢাকার হুযূর) (রহ.), পটিয়া মাদরাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা নূরুল ইছলাম ছাহেব (জাদীদ), কুমিল্লার বিখ্যাত আলেম শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব (দা. বা.)। বহির্বিশ্বে হযরত বিন্নোরী (রহ.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মানসূরুল হক ছাহেব (আমেরিকা), হযরত মাওলানা মুফতী আমজাদ ছাহেব (কানাডা), হযরত মাওলানা ইউনুস পটেল সাহেব (সাউথ আফ্রিকা), শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা হারুন ছাহেব (সাউথ আফ্রিকা), দারুল-উলূম দেওবন্দ (ওয়াকফ)-এর শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা আন্‌যার শাহ্ ছাহেব কাশ্মীরী (রহ.), ভারত। হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল হামীদ ছাহেব (প্রধান মুফতী জামেআ আশরাফুল মাদারিস, করাচী, হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ ছাহেব শায়খুল হাদীস জামেআ আশরাফুল মাদারিছ, করাচী।

মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন
খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া,
গুলশান-এ-আখতার
৪৪/৬, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

খাযায়েনে কোরআন ও হাদীস

প্রথম রত্ন — ১ নং ওযীফা ঃ

মাখ্‌লূকের সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও অপকারিতা হইতে হেফাযতের আমল ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বর্ণনা করেন যে, একদা গভীর অন্ধকার রাতে বৃষ্টিপাতের মধ্যে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর খোঁজে বাহির হইলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহাকে পাইয়া গেলাম। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, (আবদুল্লাহ্,) তুমি পাঠ করিও। আমি বলিলাম, কি পাঠ করিব ? হুযূর বলিলেন, প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় সূরায়ে কুল্ হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ ও কুল আউযু বিরাবিন্নাছ প্রতিটি তিন বার করিয়া পাঠ করিবে। তাহা হইলে সর্ব বিষয়ে ইহা তোমার জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে।

(মেশ্‌কাত শরীফ ১৮৮ পৃষ্ঠা।)

ব্যাখ্যা ঃ

বিখ্যাত মোহাদ্দেস হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) মেরকাত ৪র্থ খণ্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আল্লামা ত্বীবী (রঃ) বলেন ঃ 'সর্ব বিষয়ে যথেষ্ট হইবে'—কথাটির দুইটি অর্থ হইতে পারে ঃ

১— সকল অনিষ্টকারীর সব রকম অনিষ্ট হইতে হেফাযতের জন্য ইহাই যথেষ্ট রক্ষাকবচ।

২— যে কোন অনিষ্ট ও ক্ষতি হইতে হেফাযতের জন্য এ ওযীফাই যথেষ্ট, এতদুদ্দেশ্যে ইহার পর আর কোন ওযীফা পড়ার দরকার থাকে না।

বর্তমানে মুসলমান কত পেরেশান, কত রকমের সমস্যায় জর্জরিত। কাহারও জ্বিন কিংবা ভূত-প্রেতের আক্রমণের পেরেশানী, কাহারও দুশমন কর্তৃক যাদু-বানটোনার পেরেশানী। কাহারও দোকান, কায়-কারবার কিংবা বিবাহ-শাদীর উপর যাদু চালাইয়া ক্ষতিসাধন করা হইতেছে। কাহারও দোকানে গ্রাহক আসিতেছে না কিংবা ছেলে-মেয়ের বিবাহ হইতেছেনা। (ঘরের ভিতরে বা বাহিরে যে কোন ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার আশংকা। যেমন, শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতি বা গাড়ী-ঘোড়ার এ্যাক্সিডেন্ট ইত্যাদি।) কেহবা প্রতিনিয়তই নিত্য-নতুন বালা-মুসীবত ও মুশকিলের সম্মুখীন হইতেছে। আমরা যদি প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় দুই-তিন মিনিটের এই ওযীফাটি আদায় করি, তাহা হইলে সর্ব প্রকার সমস্যা ও বালা-মুসীবত হইতে ইন্‌শাআল্লাহ্ অবশ্যই হেফাযত ও নিরাপদ থাকিব।

সূরায়ে-এখলাছ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ
اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ
يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

সূরায়ে- ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ
الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ
اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

সূরায়ে-নাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ
النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ

شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ
صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

দ্বিতীয় রত্ন — ২ নং ওযীফা ঃ

সূরায়ে হাশরের আখেরী তিন আয়াতের আমল ঃ

হযরত মা'কেল বিন ইয়াছার (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে-ব্যক্তি সকাল বেলা প্রথমতঃ তিন বার 'আউযু বিল্লাহিছ্ছামী-ইল্ আলী-মি মিনাশ্‌শাইত্বানির রাজীম' পড়িয়া অতঃপর সূরায়ে হাশরের আখেরী তিন আয়াত একবার পাঠ করে, আল্লাহ্‌পাক তাহার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োগ করেন, যাহারা সেই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার জন্য এস্তেগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করিতে থাকে। পরন্তু, ঐ দিনই যদি তাহার মৃত্যু হইয়া যায়, তাহা হইলে সে শহীদের মর্তবা লাভ করে। অনুরূপ, কেহ যদি সন্ধ্যা বেলায় সেই একই নিয়মে উক্ত আমল করে, সেও একই ফযীলতের অধিকারী হইবে, অর্থাৎ সত্তর হাজার ফেরেশতা ঐ সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত তাহার জন্য

এস্তেগ্‌ফার করিতে থাকিবে এবং ঐ রাত্রেই যদি তাহার মৃত্যু হয় তবে সে শহীদের মর্তবা প্রাপ্ত হইবে।

(মেশ্‌কাত শরীফ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

আউযু বিল্লাহ্ সহ উক্ত আয়াতত্রয় নিম্নে উল্লেখিত হইল ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (৩ বার)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۔ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

ভারতের এক বুযুর্গ বলেন, আমি প্রত্যহ সকালে প্রথমতঃ সত্তর হাজার ফেরেশতাকে এস্‌তেগ্‌ফারের ডিউটিতে নিযুক্ত করি, তারপর নাশতা করি।

'আছ্‌মায়ে-হুছ্‌না'র অর্থ ঃ

উল্লেখিত আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্‌পাকের যে সকল আছ্‌মায়ে-হুছ্‌না বা গুণবাচক নাম উল্লেখিত হইয়াছে, এখানে তাহাদের অর্থও দেওয়া হইল ঃ

✪ **আ-লিমুল-গাইবি ওয়াশ্‌-শাহাদাতিঃ** যিনি হাযের-গায়েব (দৃশ্য-অদৃশ্য, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য) সবকিছু জানেন।

✪ **আল্‌-মালিকু ঃ** রাজা, বাদশাহ।

✪ **আল্‌-কুদ্দূছু ঃ** পরম পবিত্র, যিনি অতীতে দোষ-ত্রুটি মুক্ত।

✪ **আস্‌সালামু ঃ** নির্দোষ, নির্দাগ, ভবিষ্যতে যাহার কোন প্রকার দোষ-ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ যিনি দোষ-ত্রুটির সম্ভাবনা হইতেও মুক্ত ও পবিত্র। আল্লামা আলূসী বাগদাদী (রঃ) তাফসীরে-রূহুল-

মাআনীতে লিখিয়াছেনঃ 'আস্‌-সালাম' ঐ সত্তা যিনি নিজেও সম্পূর্ণ নিরাপদ-নিরাপত্তাময় এবং নিজের প্রিয়জনদিগকেও সকল বিপদাপদ হইতে নিরাপদ রাখিতে সক্ষম। ফলে, তাহার প্রিয় বান্দাগণ সর্ব রকম ভীতিকর বস্তু ও বিষয়াদি হইতে নিরাপদ ও নিরুদ্বিগ্ন থাকেন। এক কথায়, যিনি নিরাপত্তাময় ও নিরাপত্তা বিধানকারী।

✪ **আল্‌-মু'মিনু ঃ** আমান দানকারী, বালা-মুসীবত হইতে নিরাপত্তা দানকারী সত্তা।

✪ **আল্‌-মুহাইমিনু ঃ** নেগাহ্‌বান, পূর্ণ হেফাযতকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, যিনি আগত আপদ হটাইয়া দেন এবং অনাগত আপদও ফিরাইয়া রাখেন।

✪ **আল্‌-আযীযু ঃ** যবরদস্ত তাকত্‌ওয়ালা, মহা পরাক্রমশালী।

✪ **আল্‌-জাব্বারু ঃ** যিনি নিজের মহাপরাক্রমশালী শক্তি প্রয়োগে বান্দাদিগের বিগ্‌ড়াইয়া-যাওয়া অবস্থা সমূহ সংশোধন ও দুরুস্ত করিয়া দেন।

✪ **আল্‌-মুতাকাব্বিরু ঃ** মহীয়ান্‌, গরীয়ান্‌।

✪ **আল্‌ খা-লিকুঃ** সৃষ্টিকর্তা, না-মওজুদকে মওজুদকারী। অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দানকারী।

✪ **আল্ বা-রিউ ঃ** সুগঠন-সুগড়নে সৃষ্টিকারী। অঙ্গ সমূহ:ক যথা-স্থানে সুদর্শনীয় ভাবে সৃষ্টি ও স্থাপনকারী।

✪ **আল্-মুছাওভিরু ঃ** সূরত্দাতা, আকৃতিদাতা, বিভিন্ন আকৃতি প্রদান করতঃ সৃষ্টিরাজির পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বিধানকারী।

(তাফসীরে-বয়ানুল্-কুরআন ও রূহুল-মাআনী অনুসরণে।)

তৃতীয় রত্ন — ৩ নং ওযীফা ঃ

হাছবিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা-হু এর আমল ঃ

(সকল বালা-মুসীবত হইতে হেফাযতের ও বৈধ মনোবাঞ্ছা পূরণের ওযীফা)

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ـ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট; তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। এবং তিনি সুমহান আরশের মালিক।

হাদীস ঃ হযরত আবুদ্-দার্দা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যে-ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় সাত বার করিয়া উক্ত ওযীফা পাঠ করিবে, তাহার দুনিয়া ও আখেরাতের তামাম চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানীর জন্য আল্লাহ্পাকই কাফী-সমাধানকারী হইয়া যাইবেন। (রূহুল্-মাআনী, ১১ পারা, ৫৩ পৃষ্ঠা)।

গূঢ় রহস্য ঃ

আল্লাহ্পাক যে এই ছোট্ট আয়াত-টুকরা পাঠকারীর দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কাজ ও চিন্তাভাবনার যিম্মাদার ও সমাধাকারী হইয়া যান, ইহার রহস্য কি ? রহস্য এই যে, বান্দা ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলাকে 'রাব্বুল আর্শিল্ আযীম' তথা বিশাল ও মহান আরশের মালিক বলিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা প্রদান করে। আর আরশে-আযীম হইল জগতকুলের মারকায্ বা মূল কেন্দ্র, যেই কেন্দ্র হইতে দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা জারী হইয়া থাকে। তাই, বান্দা যখন সেই আরশে-আযীমের মহান মালিকের সঙ্গে আপন সম্পর্ক গড়িয়া লয়, বস্তুতঃ সে তখন জগত সমূহের সর্ববিধ শৃংখলা ও ফয়সালার মূলকেন্দ্রের মালিক ও সেই মহান সিংহাসনের মহামহিম বাদশার আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। তাই, এত বড় মহীয়ান্-গরীয়ান্ বাদশার 'আশ্রয়' লাভের পর তাহার চিন্তা-ভাবনা, হয়রানি-পেরেশানী আর কিভাবে থাকিতে পারে ? যেমন, হিন্দুস্তানের মশ্হূর বুযুর্গ হযরত খাজা আযীযুল্-হাসান 'মজ্যূব' (রঃ) বলিয়াছেন ঃ

جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری
اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شی نہیں میری

জো তূ মেরা, তো ছব মেরা, ফলক্ মেরা, যমী মেরী
আগার এক তূ নাহী মেরা, তো কো-য়ী শাই নাহী মেরী।

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ্! আপনি যদি আমার হইয়া যান, তবে এই আসমান-যমীন সবকিছুই আমার। কিন্তু সব থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আপনাকে যদি হারাইয়া বসি, তাহা হইলে 'আমার' বলিতে আর কিছুই নাই। তবে ত সবই ধ্বংস, সবই বরবাদ হইয়া গেল। তখন ত আমার সব কিছুতেই আগুন লাগিয়া গেল।

তুমি আমার সবি আমার আকাশ আমার, যমীন আমার
হারাই যদি শুধু তোমায় কপালপোড়ার নাই কিছু আর।

ইবনে-নাজ্জার তাঁহার স্বরচিত ইতিহাস-গ্রন্থে হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আন্হুর বরাতে লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সকাল বেলা হাছ্বিয়াল্লাহু (পূর্ণ) সাতবার পাঠ করিবে, সে ঐদিন এবং ঐ রাতে কোনও বে-চাইনী, পেরেশানী বা বালা-মুসীবতে পতিত হইবেনা এবং পানিতেও ডুবিবেনা।(রূহুল-মাআনী, ১১ পারা, ৫৩পৃষ্ঠা।)

একটি আশ্চর্য ঘটনা

হযরত মুহাম্মদ ইবনে-কা'ব (রঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার একটি ফৌজি-কাফেলা রোমের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার উরুর হাড্ডি ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু, সঙ্গীগণ তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার মত কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া বড় বিপাকে পড়িলেন। অতঃপর তাহার জন্য কিছু খাদ্য-পানীয় ও সামান-পত্রের ব্যবস্থা করতঃ তাহার ঘোড়াটিকে তাহার পার্শ্বে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহারা সকলে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেলেন। ইঁহার পর এক গায়্বী লোক আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ওহে, তোমার কি হইয়াছে? উত্তরে সে বলিল ঃ আমার উরুর হাড্ডি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং আমার সঙ্গীগণ আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। গায়বী লোকটি বলিল, যে-স্থানে কষ্ট অনুভব করিতেছ সেখানে হাত রাখিয়া পড় ঃ ফা-ইন্ তাওয়াল্লাও ফাকুল্ হাছ্বিয়াল্লাহু (পূর্ণ)। তিনি তাহার ক্ষতস্থানে হাত রাখিয়া উক্ত আয়াতখানা পাঠ করিবার সঙ্গে-সঙ্গে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেলেন। অতঃপর নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া সাথীদের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। (রূহুল- মাআনী, ১১পারা, ৫৪পৃষ্ঠা)।

বিখ্যাত বুযুর্গ আল্লামা আলূসী (রঃ)-এর আমল

বিখ্যাত মুফাস্‌সির আল্লামা আলূসী (রঃ) বলেনঃ বহু বছর যাবত এই আয়াতখানা পাঠ করা এই ফকীরের আমলের অন্তর্ভুক্ত। এই নেআমতের জন্য আল্লাহ্‌পাকের শোকর। সর্বোত্তম তওফীক্‌দাতা আল্লাহ্‌পাকের দরবারে দরখাস্ত করি, তিনি যেন আমাদিগকে উক্ত আয়াতের বরকতে প্রভূত নেকী ও ভালাইর তওফীক দান করেন।

ফায়দা ঃ এই ওযীফা আদায়ের পর দোআও করিবে যে, আয় আল্লাহ্, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সুসংবাদের বরকতে এই আয়াতখানাকে উছীলা করিয়া আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের তামাম চিন্তা-ভাবনা, হাজত্-যরুরতের জন্য আপনিই কাফী-যিম্মাদার ও সমাধানকারী হইয়া যান।

চতুর্থ রত্ন — ৪নং ওযীফা ঃ

জান্-মাল, দ্বীন-ঈমান ও আওলাদ-পরিজনের হেফাযতের দোআঃ

সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দোআটি পাঠ করিলে ইহার বরকতে আল্লাহ্‌পাক তাহার দ্বীন-ঈমান, জান্-মাল, আওলাদ-পরিজনকে হেফাযতে রাখেন এবং আমল্‌কারীর

অন্তর ইহাদের ব্যাপারে পেরেশানী ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। দোআটি এইঃ

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِىْ وَ نَفْسِىْ وَ وَلَدِىْ وَ اَهْلِىْ وَ مَالِىْ

বিছ্‌মিল্লাহি আলা দ্বীনী ওয়া-নাফ্‌ছী ওয়া-ওয়ালাদী ওয়া-আহ্‌লী ওয়া-মালী। (কান্‌যুল-উম্মাল ২য় খণ্ড, ৬৩৬ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম রত্ন —৫ নং ওযীফা ঃ

জামে' দোআ (সর্বমুখী ভালাইর দোআ)

ইহা এমন একটি দোআ যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর নবূয়তী ২৩ বৎসর জিন্দেগীর সমস্ত দোআই ইহাতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কারণ, হযরত আবূ-উমামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদের সম্মুখে অনেক-অনেক দোআ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের কয়েক জনের তন্মধ্য হইতে একটি দোআও স্মরণ রহিল না। তাই, আমরা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, আপনি ত অনেক দোআ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কিছুই আমরা মনে রাখিতে পারি নাই। তিনি বলিলেন, আমি কি

তোমাদিগকে এমন একটি দোআ শিখাইয়া দিব, যাহা আমার সমস্ত দোআর উপর পরিব্যাপ্ত, যাহা আমার যাবতীয় দোআ সমূহকে অন্তর্ভুক্তকারী ? তোমরা এই দোআ পড়িওঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, আমি তোমার নিকট ঐ সকল নেআমত্ ও ভালাই প্রার্থনা করি যে সকল নেআমত ও ভালাইর জন্য তোমার নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তোমার দরবারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এবং আমি তোমার আশ্রয় ও পানাহ্ চাই ঐ সকল বিপদ ও খারাবি হইতে যে সকল বিপদ ও খারাবি হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন তোমার নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম। ফরিয়াদ ও

মিনতি শ্রবণ এবং তাহা পূরণ করা যে তোমারই কাজ। আর পাপ-কর্ম হইতে বাঁচার কোন উপায় এবং নেক-কাজ করার কোন শক্তি নাই আল্লাহ্পাকের সাহায্য ব্যতীত। (জাওয়াহেরুল বোখারী ৫৭২ পৃঃ)

ষষ্ঠ রত্ন — ৬ নং ওযীফা ঃ

লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্-এর আমল ঃ

(বেহেশতের রত্নভাণ্ডার)

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন ঃ (আবূ হুরায়রা,) لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' বেশী-বেশী পাঠ কর। কারণ, ইহা জান্নাতের রত্ন ভাণ্ডার।

সুদানের বাসিন্দা, সিরিয়ার মুফতী, উচ্চ মার্যদা সম্পন্ন তাবেঈ হযরত মাক্হূল্ (রঃ) তাঁহার নিজের উক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَامَنْجَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ 'লা-হাওলা-ওয়ালা-কুও-ওয়াতা

ইল্লা বিল্লাহি, লা মান্‌জা মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি' পাঠ করিবে, আল্লাহ্‌পাক তাহার সত্তরটি অসুবিধা দূর করিয়া দিবেন। তম্মধ্যে সব চাইতে ছোট অসুবিধা হইল অভাব-অনটন বা আর্থিক দৈন্য।

হযরত মোল্লা আলী কারী (রঃ) (মেরকাত ৫ম খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন যে, হযরত মাক্‌হূলের এই বর্ণনাটি 'নাসাঈ শরীফে' স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর বাণী রূপে বর্ণিত আছে এবং তিনি উক্ত দোআটির নিম্নরূপ অর্থও বাতলাইয়াছেন ঃ

পাপাচার হইতে বাঁচার কোন উপায় নাই আল্লাহ্‌পাকের সাহায্য ছাড়া এবং সৎ ও নেক কাজেরও কোন শক্তি নাই আল্লাহ্‌পাকের তওফীক্‌ ব্যতীত। এবং আল্লাহর আযাব-গযব ও রোষানল হইতে রক্ষা পাওয়ার মত কোন আশ্রয় নাই তাহারই রহমত ও সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত হওয়া ব্যতীত।

লা-হাওলার চারিটি ফায়দা ও ফযীলত

১— লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ কালেমাটি আরশের নীচে অবস্থিত জান্নাতের একটি অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডার। আর জান্নাতের ছাদ হইল আল্লাহ্‌পাকের আরশ। ইহা পাঠ করিলে নেক্‌ আমল ও সৎকর্ম সমূহ

অবলম্বন করার এবং পাপাচার হইতে বাঁচার তওফীক মিলিতে থাকে। এই অর্থেই ইহাকে 'জান্নাতের রত্নভাণ্ডার' বলা হইয়াছে।

২— রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্‌ (দুনিয়া ও আখেরাত সম্পকীয়) নিরানব্বইটি ব্যাধির ঔষধ, যাহাদের মধ্যে সর্বাধিক হালকা ব্যাধি হইল পেরেশানী (চাই তা দুনিয়া সম্পর্কিত হউক কিংবা আখেরাত সম্পর্কিত)। (মেরকাত, ৫ম খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা।)

৩— বান্দা যখন এই কালেমা পাঠ করে, আল্লাহ্‌পাক তাহার আরশ হইতে ফেরেশতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, আমার বান্দাটি আমার অনুগত ও ফরমাবরদার হইয়া গিয়াছে, এবং অবাধ্যতা ও সীমালংঘন পরিহার করিয়া দিয়াছে।

একটি হাদীছ ঃ

হযরত আবূ হুরায়রাহ্‌ (রাঃ) বলেন, একদা হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন, (আবূ হুরায়রাহ্‌,) আমি কি তোমাকে এমন একটি কালেমা শিখাইয়া দিব না, যাহা আরশের নীচে অবস্থিত বেহেশতের

একটি রত্নভাণ্ডার ? তাহা হইল লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্। বান্দা যখন ইহা পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদিগকে বলেন—

اَسْلَمَ عَبْدِىْ وَ اسْتَسْلَمَ اَىْ اِنْقَادَ وَ تَرَكَ الْعِنَادَ وَ فَوَّضَ اُمُوْرَ الْكَائِنَاتِ اِلَى اللّٰهِ بِاَسْرِهَا - مرقاة ج٥ صـ١٢١-١٢٢

আমার বান্দাটি অবাধ্যতা বর্জন করিয়া আমার অনুগত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার সর্ব বিষয় আমার হাতে ন্যাস্ত করিয়া দিয়াছে। (মেরকাত ৫ম খণ্ড,১২১, ১২২ পৃষ্ঠা।)

ইহা কি কম বড় নেআমত যে, বান্দা যমীনের উপর এই কালেমা পড়িতেছে, আর আল্লাহ্পাক তাহার আরশের উপর ফেরেশতাদের সম্মুখে তাহাকে স্মরণ করিতেছেন ?

৪— এই কালেমা শবে-মে'রাজে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ-মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে প্রদত্ত ওসীয়ত ও উপঢৌকন।

হাদীছ শরীফে আছে ঃ

শবে-মে'রাজে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মধ্যে সাক্ষাত কালে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ হে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম), আপনি আপনার উম্মতকে বলিবেন, তাহারা যেন 'লা-হাওলা ওয়ালা কুও্ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' দ্বারা 'জান্নাতের বাগান' বৃদ্ধি করিতে থাকে।

(মেরকাত, ৫ম খণ্ড. ১১১ পৃষ্ঠা।)

অতএব, ইহা পাঠে 'ইবরাহীমী ওসীয়তের' উপর আমলের সৌভাগ্য ও প্রভূত কল্যাণ অর্জিত এবং বেহেশতী বাগানও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

প্রিয় নবীর হাদীছের ব্যাখ্যা স্বয়ং প্রিয় নবীর মুখে ঃ

এই হাদীসের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম স্বীয় পবিত্র যবানে ইহার ব্যাখ্যাও প্রদান করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ্ (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর দরবারে লা-হাওলা ওয়ালা

কুও্-ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ পাঠ করিলাম। তিনি বলিলেন, বলিতে পার ইহার অর্থ কি ? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। তিনি বলিলেন ঃ লা-হাওলা আন্ মা'ছিয়াতিল্লাহ্, ওয়ালা কুও্-ওয়াতা আলা ত্বাআতিল্লাহ্ ইল্লা বি-আওনিল্লাহ্— অর্থাৎ আল্লাহ্র নাফরমানী হইতে বাঁচারও কোন উপায় নাই এবং তাহার বন্দেগীরও কোন শক্তি নাই তাহারই মদদ ছাড়া।

(মেরকাত্ ৫ম খণ্ড, ১১১ পৃঃ।)

অধম মুহাম্মদ আখতার আরয করিতেছি যে, লা-হাওলার মফ্হুম্ ও মর্ম নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মের সহিত গভীর সম্পর্কযুক্ত বরং উহা হইতেই গৃহীত বলিয়া মনে হয়ঃ

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیْ

(قَالَ فِیْ الرُّوْحِ اَیْ فِیْ وَقْتِ رَحْمَةِ رَبِّیْ وَعِصْمَتِهٖ)

অর্থ ঃ 'নফ্স্ সর্বদা অন্যায়ের কুমন্ত্রণা দানে নিরত থাকে, কেবল মাত্র ঐ সময় ব্যতীত যখন আমার প্রতিপালকের রহ্মত ও হেফাযত আমার সঙ্গে থাকে।'

অর্থাৎ মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত গুণাহ্মুক্ত থাকিতে পারে যতক্ষণ তাহার উপর আল্লাহ্পাকের রহ্মত ও হেফাযতের

ছায়া বিদ্যমান থাকে।

مایوس نہ ہوں اہل زمیں اپنی خطا سے

تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے

(গ্রন্থকার বলেন ঃ) হে জগদ্বাসী, তোমরা স্বীয় পাপ-রাশির দিকে তাকাইয়া নিরাশ হইয়া যাইওনা। কারণ, বান্দার ব্যথিত প্রাণের দোআর বরকতে তাহার তক্দীরও বদ্লাইয়া যায়।

পাপী-তাপী বান্দা কেহ
নিরাশ যে না হয়
তপ্ত-প্রাণের দোআর ফলে
তক্দীরও পাল্টায়।

সপ্তম রত্ন— ৭ নং ওযীফা ঃ

নেআমত, আফিয়ত বা সুখ-শান্তি লাভ ও বিপদাপদ হইতে নিরাপদ জিন্দেগীর দোআ ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-উমর (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এই দোআ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَ

تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, আমি আপনার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি আপনার দেওয়া নেআমতের (বদল্হীন) ক্ষয়-লয় ও ধ্বংস হইতে, আপনার দেওয়া আফিয়তের (সুখ-শান্তি এবং সুস্থ-নিরাপদ দেহ-মন ও জীবনের) অশুভ পরিবর্তন হইতে, আকস্মিক বালা-মুসীবত হইতে এবং আপনার সর্বপ্রকার অসন্তুষ্টি হইতে।

(মুসলিম শরীফ, মেশ্কাত শরীফ ২১৭ পৃঃ।)

এই আমলের বরকতে ধন-মান, দেহ-মন-জীবন ও দ্বীন-ঈমানের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত থাকে।

অষ্টম রত্ন— ৮ নং ওযীফা ঃ

ঋণ ও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা হইতে মুক্তির দোআ

হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, বহু করয্ (ঋণ) ও বহু দুশ্চিন্তা আমাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি দোআ শিখাইয়া দিবনা, যাহা পাঠ করিলে

আল্লাহ্পাক তোমার সকল করয পরিশোধ ও সমস্ত দুশ্চিন্তা দূরীভূত করিয়া দিবেন? সে বলিল, জ্বীহাঁ, অবশ্যই। হুযূর বলিলেন, তুমি সকাল-সন্ধ্যায় এই দোআ পাঠ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, আমি আপনার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি দুশ্চিন্তা- দুর্ভাবনা হইতে, আরও পানাহ্ চাহিতেছি অক্ষমতা ও অলসতা হইতে, আরও পানাহ্ চাহিতেছি ঋণের ভারে জর্জরিত হওয়া ও মানুষের চাপ-দাবের সম্মুখীনতা হইতে। (আবূ দাঊদ, মেশ্কাত, ২১৫ পৃঃ।)

উক্ত লোকটি বলেন, আমি যথারীতি হুযূর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর কথা মত সকাল-সন্ধ্যায় ইহার আমল শুরু করিয়া দিলাম। ফলে, আল্লাহ্পাক আমার সমস্ত করয্ আদায় এবং আমাকে সর্ব প্রকার চিন্তা-পেরেশানী হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

নবম রত্ন— ১ নং ওযীফা ঃ

শির্কে খফী (সুক্ষ শির্ক) হইতে রক্ষাকারী দোআ

শির্কের আক্রমণ অতি গোপনে, অত্যন্ত সূক্ষভাবে ঘটিয়া যায়। অন্ধকার রাতে কালো-পাথরের উপর দিয়া কালো-পিপীলিকার চলাচল দৃষ্টিগোচর হওয়া কত কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার? তদপেক্ষা অধিক সূক্ষভাবে, গোপন পথে, অলক্ষ্যে, সামান্য অসাবধানতার মধ্য দিয়া মানুষের অন্তরে শির্ক ঢুকিয়া পড়ে। উম্মতের বড় বড় সবল ব্যক্তিগণও এই সূক্ষতর শির্ক হইতে খুব কমই রক্ষা পাইয়া থাকেন। তাহা হইলে, দ্বীন-ঈমানে যাহারা দুর্বল, তাহাদের কি অবস্থা হইতে পারে?

(মেশকাত, ১০ম খণ্ড, ৭০ পৃঃ।)

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পরম-পবিত্র হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন ঃ কালো পাথরের উপর দিয়া পিপীলিকার পদ-চালনের চেয়েও অধিকতর সূক্ষ ও গোপন ভাবে আমার উম্মতের ভিতর শির্ক প্রবেশ করে।

(কান্যুল-উম্মাল ২য় খণ্ড, ৮১৬ পৃষ্ঠা)

এতদ শ্রবণে হযরত সিদ্দীক-এ-আকবর (রাঃ) খুবই ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং আরয করিলেন—

فَكَيْفَ النَّجَاةُ وَالْمَخْرَجُ مِنْ ذَالِكَ؟

ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তাহা হইলে ইহা হইতে রক্ষা পাওয়া কিভাবে সম্ভব? নাজাতের কি উপায়? রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি দোআ বাতলাইয়া দিবনা যাহা পাঠ করিলে তুমি অল্প শির্ক, অধিক শির্ক, ক্ষুদ্র শির্ক, বৃহৎ শির্ক সর্বপ্রকার শির্ক হইতে রক্ষা পাইয়া যাইবে? (اَبْرَأْتَ مِنْ قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَصَغِيْرِهِ وَكَبِيْرِهِ) তিনি বলিলেন, জ্বীহাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, অবশ্যই বাতলাইয়া দিন। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন, তুমি এই দোআ পাঠ করিওঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, তোমার নিকট আমি একান্ত ভাবে পানাহ্ চাই জানিয়া-শুনিয়া তোমার সহিত শির্ক করা হইতে। আর না জানিয়া-না বুঝিয়া শির্ক হইয়া গেলে তজ্জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

(কান্যুল-উম্মাল, ২য় খণ্ড, ৮১৬ পৃঃ)

ফায়দা ঃ নিয়মিত উক্ত দোআ পাঠকারীর জন্য শির্‌ক্ হইতে নাজাতের গ্যারান্টি এবং এখ্‌লাছের বিশাল দৌলত প্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ রহিয়াছে।

দশম রত্ন— ১০ নং ওযীফা ঃ

সর্ব রকম আসমানী-যমীনি বালা-মুসীবত হইতে হেফাযতের দোআ ঃ

হযরত আবান ইবনে-উসমান (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতার যবানে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন ঃ যে-ব্যক্তি সকাল-বিকাল তিন বার করিয়া এই দোআ পাঠ করিবে, কেহই এবং কিছুই তাহার কোন রূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না। দোআঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্‌পাকের নামের উসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, যাহার নাম সঙ্গে থাকা অবস্থায় আসমান-যমীনের কোন কিছুই কোনও ক্ষতি সাধন করিতে পারে না। এবং তিনি সর্বশ্রবী, সর্বজ্ঞাতা, সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (মেশ্‌কাত, ২০৯ পৃঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য— প্রত্যহ 'মোনাজাতে মাক্‌বূল' নামক কিতাবের এক-একটি মন্‌যিল পাঠ করিলে প্রতি সাত দিনে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে বর্ণিত দোআ সমূহের অধিকাংশই পড়া হইয়া যায়।

(এই কিতাবখানার বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়।)

একাদশ রত্ন— ১১ নং ওযীফা ঃ

সর্ব প্রকার পেরেশানী ও অশান্তি হইতে মুক্তির দোআ ঃ

হযরত আনাস্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যে-কোন সময় যে-কোন পেরেশানী দেখিতেন, তখন তিনি এই দোআ পাঠ করিতেনঃ

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ

ইয়া হাইয়ু,ইয়া ক্বাইয়ূমু, বিরাহ্‌মাতিকা আছ্‌তাগীছু।

অর্থ ঃ 'হে চিরঞ্জীব, হে শক্তিধর রক্ষণাবেক্ষণকারী, তোমারই দয়ার উপর ভরসা করিয়া তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি।''

শব্দার্থ ঃ হাইয়ুন ঃ যিনি নিজে (অনাদি-অনন্তে জীবিত) চিরঞ্জীব এবং বাকী সকলেই তাঁহারই হায়াতের

বরকতে হায়াত প্রাপ্ত, তাঁহার জীবনের কিরণ হইতে জীবনপ্রাপ্ত।

ক্বাইয়ূম ঃ যিনি নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত-সুরক্ষিত এবং আপন শক্তির দ্বারা অন্য সকলের অধিষ্ঠাতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। (মেরকাত, ৫ম খণ্ড, ২২১ পৃঃ)

দ্বাদশ রত্ন— ১২ নং ওযীফা ঃ

কঠিন বিপদ-আপদ ও শত্রুর কবল হইতে হেফাযতের দোআ ঃ

হযরত আবূ-হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চাও কঠিন বালা-মুসীবত হইতে, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ হইতে, ক্ষতিকারক ফয়সালা হইতে এবং দুশমনদের আনন্দ-উল্লাস হইতে।

অতএব, এসকল মুসীবত হইতে হেফাযতের জন্য এভাবে দোআ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَ
دَرْكِ الشَّقَاءِ وَ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ

'জাহ্দুল-বালা' ঐ চরম-বিপদাপদকে বলে যাহার

ফলে মানুষ জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে পছন্দ করে।

(মেরকাত ৫ম খণ্ড, ২২২পৃঃ)

ত্রয়োদশ রত্ন— ১৩ নং ওযীফা ঃ

আল্লাহ্র মহব্বত, আল্লাহ্র ওলীদের মহব্বত ও নেক্ আমলের তওফীক হাসিলের দোআ ঃ

এমন একটি দোআ যাহার বরকতে আল্লাহ্পাকের মহব্বত, আল্লাহ্র ওলীদের মহব্বত হাসিল হয়, যে সকল আমলের উসীলায় আল্লাহ্র মহব্বত হাসিল হয়, ঐ সকল আমলেরও তওফীক নসীব হয় এবং অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বত জান্-মালের মহব্বতের চেয়ে অধিক ও গভীর হইয়া যায়। পিপাসার সময় ঠাণ্ডা পানি যত প্রিয়, আল্লাহ্র মহব্বত তদপেক্ষা অধিক প্রিয় হইয়া যায়।

হযরত আবূ-দারদা (রাঃ) একজন বিশিষ্ট সাহাবী, যিনি বড় আলেম ও ফকীহ্ ছিলেন। শাম দেশে বসবাস করিতেন এবং দামেশ্কে ইন্তেকাল করিয়াছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হযরত দাউদ আলাইহিস্-সালাম আল্লাহ্র নিকট এভাবে দরখাস্ত করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ حُبَّكَ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ وَاَهْلِىْ وَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, আমি আপনার মহব্বত চাই, আপনাকে যাহারা মহব্বত করে তাহাদের মহব্বত চাই এবং যে-কাজ, যে-আমল আমাকে আপনার মহব্বতের দিকে লইয়া যাইবে সেই আমলের ভিক্ষা চাই। আয় আল্লাহ্, আপনার মহব্বতকে আমার নিকট আমার জান্ হইতে, আমার আওলাদ-পরিজন হইতে এবং ঠাণ্ডা পানি হইতে অধিক প্রিয় বানাইয়া দিন।

(তিরমিযী, জাওয়াহেরুল-বোখারী ৫৭২ পৃঃ)

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কী (রঃ) বলিতেন ঃ

پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو
تیری پیاس اس سے بھی بڑھکر مجھکو ہو

পিয়াছা চাহে জ্যায়ছে আবে ছৰ্দ্ কো
তেরী পিয়াছ্ উছ্‌ছে-ভী বাঢ়্ কর মুঝ্‌কো হো।

আয় আল্লাহ্, পিপাসার্ত মানুষ যেভাবে ঠাণ্ডা পানি তালাশ করে, তোমার পিপাসা আমার অন্তরে তাহার চাইতেও অধিক পরিমাণে বাড়াইয়া দাও।

পিপাসিত চাহে যেমন/প্রাণের ঠাণ্ডা পানি
পিয়াস তব আরো বেশী/ দাও হে মাওলা-গণী।

ফায়দা ঃ

এই হাদীসের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ওয়ালাদের মহব্বত স্বয়ং আল্লাহ্‌র মহব্বতের মাধ্যম— এবং যে সকল নেক আমলের দ্বারা আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায়, আল্লাহ্‌র এশ্‌ক্-মহব্বত পাওয়া যায়, ইহা সেই সকল আমলেরও মাধ্যম— এবং বড়ই শক্তিশালী উসীলা।

চতুর্দশ রত্ন— ১৪ নং ওযীফা ঃ

ছালাতুল্ হাজত-এর আমল

যে কোন প্রকার হাজত বা প্রয়োজন দেখা দিলে, চাই তাহার সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সঙ্গে হউক কিংবা মানুষের সঙ্গে, প্রথমতঃ সুন্নত মোতাবেক সুন্দর ভাবে উযূ করিবে। তারপর খুব দিল্ লাগাইয়া নিবিষ্ট মনে, এত্‌মীনানের সাথে দুই রাক্‌আত নামায পড়িবে। অতঃপর আল্লাহ্‌পাকের কিছু হাম্‌দ্ ও ছানা (প্রশংসা) করিবে। তারপর দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ নিম্নের দোআটি কম পক্ষে একবার অথবা যত বার

ইচ্ছা পাঠ করিবে। শেষে নিজের খাস্ উদ্দেশ্যের জন্য মহান দরবারে দরখাস্ত পেশ করিবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَاتَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, যিনি পরম সহিষ্ণু, পরম কৃপাময়। পরম পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি মহান আরশের মালিক। এবং সর্বপ্রকার সৎ ও মহৎ গুণাবলী জগত সমূহের মালিক ও লালনকর্তা আল্লাহ্র জন্য। আয় আল্লাহ্, আমি আপনার নিকট ঐ সকল জিনিসের প্রার্থনা করি যে সকল জিনিসের দ্বারা নিশ্চিত ভাবে আপনার রহমত নাযিল হয়, যাহার বরকতে

অবধারিত ভাবে আপনার ক্ষমা নসীব হয়। এবং সর্ব প্রকার ভালাইর দৌলত ও সর্ব রকম পাপাচার হইতে হেফাযত প্রার্থনা করি। হে আর্হামুর রাহিমীন ! সকল মেহেরবান অপেক্ষা বড় মেহেরবান ! আমার সর্ব রকম গুণাহ্ মাফ করিয়া দিন, সকল পেরেশানী দূর করিয়া দিন, আমার যত হাজত ও প্রয়োজন আছে যাহা আপনার নিকট পছন্দীয় এবং গ্রহণযোগ্য তাহা সমাধা করিয়া দিন ; আমার কোন গুনাহ্ই ক্ষমাহীন এবং কোন হাজত বা কোন পেরেশানীই সমাধাহীন রাখিবেন না।

(তিরমিযী শরীফ ১ম খণ্ড, ১০৮-১০৯ পৃ)

পঞ্চদশ রত্ন— ১৫ নং ওযীফা ঃ

দ্বীনের উপর অটল থাকার দোআ

হযরত শাহ্র্ বিন হাওশাব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত উম্মে-ছালামা রাযিয়াল্লাহু আন্হা-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে উম্মুল-মো'মিনীন, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যখন ঘরে অবস্থান করিতেন তখন তিনি অধিক সময় কোন্ দোআ করিতেন ? তিনি বলিলেন, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম অধিকাংশই এই দোআ করিতেন—

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ

অর্থ ঃ হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনি আপনার দ্বীনের উপর অটল-অবিচল রাখুন। (তিরমিযী শরীফ, জাওয়াহেরুল-বোখারী ৫৭১ পৃষ্ঠা)

যে ব্যক্তি এই দোআ করিতে থাকিবে, ইন্‌শাআল্লাহ্ সে দ্বীনের উপর মযবূত থাকিবে এবং ইহার বরকতে ঈমানের সহিত মৃত্যু নসীব হইবে।

ষষ্ঠদশ রত্ন— ১৬ নং ওযীফা ঃ

অন্তরে হেদায়েত লাভ ও নফ্‌ছের খারাবি হইতে হেফাযতের দোআ ঃ

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِیْ رُشْدِیْ وَاَعِذْنِیْ مِنْ شَرِّنَفْسِیْ

আল্লাহুম্মা আল্‌হিমনী রুশদী, ওয়া-আইয্‌নী মিন্ শার্‌রি নাফ্‌ছী।

হযরত এমরান ইবনে হুচাইন (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমার পিতা হযরত হুচাইন (রাঃ)-কে দুইটি বিষয়ের এই দোআ শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমার পিতা (উল্লেখিত) দোআ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِیْ رُشْدِیْ وَاَعِذْنِیْ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমার অন্তরে হেদায়েত ঢালিয়া দিন (অর্থাৎ হেদায়েতের কথা ও বিষয়াবলী আমার অন্তরে

দান করিয়া দিন) এবং আমার নফ্‌ছের খারাবি হইতে অনবরত আমাকে রক্ষা করুন।

(জাওয়াহেরুল-বোখারী ৫৭১ পৃষ্ঠা)

সপ্তদশ রত্ন— ১৭ নং ওযীফা ঃ

কঠিন কঠিন রোগ হইতে হেফাযতের দোআ ঃ

হযরত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম (আল্লাহ্‌পাকের নিকট) এই দোআ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَ سَیِّئِ الْاَسْقَامِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট পানাহ্ চাই শ্বেত-রোগ হইতে, উম্মাদগ্রস্ততা হইতে, কুষ্ঠ-রোগ হইতে এবং কঠিন-কঠিন ব্যাধি সমূহ হইতে।

(আবূ দাউদ শরীফ, জাওয়াহেরুল বোখারী ৫৭০ পৃঃ)

সতর্কবাণী ঃ

বর্তমান এই ভয়াবহ সময়ে যখন নিত্য-নতুন ভাবে ধ্বংসাত্মক কঠিন-কঠিন রোগ-ব্যাধি জন্ম হইয়া চলিয়াছে, খুব গুরুত্ব সহকারে এই দোআ পড়া উচিত। সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার পাপের কাজ হইতেও বাঁচা উচিত। কারণ,

নতুন-নতুন রোগ-ব্যাধি পাপের কারণেই জন্ম নিতেছে। আর পাপাচার বর্জনের পন্থা কোন আল্লাহ্ওয়ালার নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। আল্লাহ্র ওলীদের সংসর্গের বরকতে পাপ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার হিম্মত পয়দা হয়, মনোবল সৃষ্টি হয়।

অষ্টাদশ রত্ন— ১৮ নং ওযীফা ঃ

আল্লাহ্র নিকট হইতে ক্ষমা ও মাগফেরাতের ব্যবস্থাকারী দোআঃ

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদের আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা-কে এই দোআ শিক্ষা দিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ ! নিশ্চয় আপনি অনেক অনেক ক্ষমাকারী, আপনি স্বার্থবিহীন-দয়াবান। আপনি ক্ষমা করিতে ভালবাসেন (ক্ষমা করা আপনার অতি প্রিয় জিনিস)। অতএব, আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম শবে-কদরে এই দোআ করিতে বলিয়াছেন। অতএব, শবে-কদরে অধিক গুরুত্বের সহিত এই দোআ করা উচিত। (জাওয়াহেরুল-বোখারী ৫৭০ পৃষ্ঠা)।

ঊনবিংশতিতম রত্ন— ১৯ নং ওযীফা ঃ

কবর-আযাব, দোযখ, ধন-দৌলতের খারাবি ও অভাব-অনটনের ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়ার দোআ ঃ

উম্মুল-মোমিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এই বাক্যাবলীর দ্বারা দোআ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি কবরের সংকট হইতে, দোযখের আযাব হইতে এবং ধন-সম্পদ ও অভাব-অনটনের ক্ষতি ও অনিষ্ট হইতে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, জাওয়াহেরুল-বোখারী ৫৭০ পৃঃ)

বিংশতিতম রত্ন— ২০ নং ওযীফা ঃ

হেদায়েত, তাক্ওয়া-পরহেয্গারী, দুশ্চরিত্র হইতে হেফাযত ও ধন-সম্পদ লাভের দোআ ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এই দোআ করিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰی وَالتُّقٰی

وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰی

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, আমি আপনার নিকট হেদায়েত, তাক্ওয়া-পরহেযগারী, দুশ্চরিত্র হইতে হেফাযত ও ধন-সম্পদ প্রার্থনা করিতেছি।

(জাওয়াহেরুল বোখারী ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

এস্তেকামত ও হুছ্নে-খাতেমা অর্থাৎ ঈমানের উপর দৃঢ়তা ও ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভের ৭টি আমল ঃ

১— ঈমানের উপর কায়েম-দায়েম থাকা ও ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ফরয-নামাযের পর অত্যন্ত বিনয় ও আন্তরিকতার সহিত এই দোআ পাঠ করিবে ঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

অর্থ ঃ "হে আমাদের মা'বূদ ও প্রতিপালক, তুমি যে আমাদিগকে হেদায়াত প্রাপ্ত করিয়াছ, ইহার পর আমাদের অন্তর সমূহকে বক্র করিয়া দিওনা। এবং আমাদিগকে

তোমার নিকট হইতে 'বিশেষ রহমত' দান কর। কেননা, নিশ্চয় তুমি মস্ত বড় দাতা ও নিঃস্বার্থ দাতা।"

তাফসীরে-রূহুল-মাআনীতে লিখিয়াছে—

اَلْمُرَادُ بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ اَلتَّوْفِيْقُ لِلْاِسْتِقَامَةِ

عَلٰی طَرِيْقِ الْحَقِّ

এখানে 'বিশেষ রহমত' দ্বারা দ্বীন-ঈমানের উপর, সহীহ্ রাস্তার উপর দৃঢ়তা-অবিচলতার তওফীককে বুঝানো হইয়াছে। এস্তেকামত ও হুছ্নে-খাতেমার (তথা ঈমানে অটলতা ও ঈমানের সহিত মৃত্যুর) জন্য কিভাবে, কি ভঙ্গীতে, কোন্ ভাষায় দরখাস্ত করিতে হইবে, দয়াময় আল্লাহ্ নিজেই আপন বান্দাদের জন্য সেই দরখাস্ত নাযিল করিয়াছেন।

বাদশাহ নিজেই যখন দরখাস্তের ভাষা শিখাইয়া দেন, সেই ভাষায় দরখাস্ত করিলে তাহা যে অবশ্যই কবূল হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব, ইনশাআল্লাহ্, অবশ্যই এ দোআর বরকতে দ্বীনের উপর দৃঢ়তা ও ঈমানের সহিত মৃত্যু নসীব হইবে।

এখানে একটি বিষয় গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। তাহা এই যে, দ্বীনের উপর দৃঢ়তা ও ঈমানী-মৃত্যুর দরখাস্তের মধ্যে 'হাব্ লানা' বলিতে বলা

হইয়াছে। যাহার অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, এই নেআমত তুমি আমাদিগকে 'বিনা শর্তে দান কর'। বস্তুতঃ আল্লাহ্পাক ইহাতে বান্দাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, দেখ, এই নেআমতদ্বয় আমার আযীমুশ্শান নেআমত, ইহা নিছক আমার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেহই নিজের সীমিত জীবনের সীমিত-সামান্য আমল ও ইবাদতের জোরে জাহান্নাম হইতে নাজাত ও চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করিতে পারে না। ইহা আমার 'অনুগ্রহের দান' ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই ইহাকে আমলের মূল্য বলিয়া কল্পনাও করিও না। দ্বীনের উপর কায়েম থাকা ও ঈমান সহকারে মৃত্যুর বদৌলতেই জান্নাত নসীব হইবে বটে, কিন্তু এই মহান নেআমতদ্বয়ের বিনিময় আদায়ের ক্ষমতা তোমাদের নাই।

কারণ, ধর, আশি বৎসর হায়াতের নামায-রোযার বিনিময়ে আশি বৎসরের জান্নাত হয়তঃ আইনসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু, ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর বিনিময়ে চিরস্থায়ী-জান্নাত হাসিল হওয়া, সীমিত কিছু আমলের বিনিময়ে অনন্ত-অসীম নেআমত ও পুরস্কার লাভ হওয়া কেবলমাত্র মাওলাপাকের সঙ্গে মহব্বত ও সম্পর্কের খাতিরে তাহার প্রদত্ত খালেছ দান ও নিছক দয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব, তোমরা 'দান কর' বলিয়া দরখাস্ত করিও। কারণ, দানের জন্য

'বদল' (বিনিময়) লাগেনা, দান ও বদলহীন ভাবেই দেওয়া হয়। আর দানকারী তাহার 'অসীম দয়ার ভাণ্ডার' হইতে যাহা ইচ্ছা, যত ইচ্ছা দান করিতে পারেন।

এজন্যই আল্লামা আলূসী (রঃ) বলিয়াছেন, উল্লেখিত আয়াতে 'দান কর' শব্দে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, হকের উপর, দ্বীন-ঈমানের উপর দৃঢ়তা ও মজবুতির তওফীক প্রদান করা আল্লাহ্পাকের দান ও দয়ার বিষয়মাত্র, ইহা তাহার উপর ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নহে। এজন্যই বান্দা বলিতেছে ঃ ইন্নাকা আন্তাল্ ওয়াহ্হাব, অর্থাৎ আয় আল্লাহ্, আমি যে বিশেষ রহ্মত চাহিতেছি, তাহা আমার আমলের বিনিময়ে নয়; বরং শুধু এজন্য যে, আপনি বড় দানশীল, বড় দয়াময়, কৃপাময়।

(তাফসীরে-রুহুল-মাআনী, পারা ৩, পৃঃ ৯০)

ঈমানের সহিত মৃত্যুর দ্বিতীয় আমল ঃ

২—নিম্ন বর্ণিত দোআটিকে নিয়মিত ওযীফা করিয়া নিবে এবং সর্বদা অধিক পরিমাণে পাঠ করিতে চেষ্টা করিবে ঃ

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

অর্থ ঃ হে চিরঞ্জীব, যাহার বরকতে এ বিশ্ব-জগত জীবন প্রাপ্ত, হে শক্তিধর রক্ষণাবেক্ষণকারী, যাহার দয়ার

উপর প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি বিন্দুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তোমারই রহ্মতের উসীলায় তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি।

এই ইছিম্দ্বয়ের ভিতর ইছ্মে-আ'যমের তা'ছীর ও ত্বাকত রহিয়াছে। ঈমানে দৃঢ়তা ও ঈমান সহকারে মৃত্যুর জন্য এবং সর্বরকমের বিপদ ও পেরেশানী হইতে নাজাতের জন্য ইহা অব্যর্থ তদ্বীর। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যে কোন ধরনের বিষণ্ণতা, অস্থিরতা ও পেরেশানীর মুহূর্তে অধিকাংশই এই দোআ পাঠ করিতেন।

(মেশকাত শরীফ ২১৬ পৃঃ)

আসলে, নফ্স্ সর্বদাই মানুষকে পাপের কুমন্ত্রণা ও অনুপ্রেরণা যোগাইতেই থাকে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম-এর মত নফ্সে-মুত্মায়িন্নার অধিকারী বান্দাগণ ব্যতীত অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের তওফীক, হেফাযত ও রহমতের ছায়া ব্যতীত কেহই কিছুতেই ইহার জাল হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। আল্লাহ্পাকের রহমতের ছায়া থাকিলে নফ্স্ একটি চুলও বাঁকা করিতে পারে না। মাওলানা রূমী (রঃ) বলেনঃ

گر ہزاراں دام باشد بر قدم
چوں تو با مائی نباشد ہیچ غم

আয় আল্লাহ্, দুষ্ট-দুরাচার নফ্ছ্ ও শয়তান আমাদের পদে-পদে শত-শত প্রকার জালও যদি বিছাইয়া রাখে, যদি

আপনার দয়া ও কৃপা আমাদের সাথে থাকে, তবে আমাদের কোন ভয় নাই, কোনই চিন্তা নাই।

যদিও মোদের পদে-পদে
জাল বিছানো শত,
সঙ্গে মোদের রইলে তুমি
চিন্তা নাহি ততঃ।

সন্দেহ নাই যে, কোন মানুষ যদি এক নিশ্বাস, এক মুহূর্ত কালও আল্লাহ্র রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়, তবে তাহার সর্ব রকমের খারাবিতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা দাঁড়াইয়া যায়। (রূহুল-মাআনী, ১৩ পারা, ২য় পৃষ্ঠা)

ঈমানের সহিত মৃত্যুর তৃতীয় আমল ঃ

মেস্ওয়াক করার বরকতে কালেমা নসীব

বিখ্যাত ফকীহ্ আল্লামা ইবনে-আবেদীন শামী (রঃ) একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করিয়াছেন—

صَلٰوةٌ بِسِوَاكٍ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ صَلٰوةً بِغَيْرِ
سِوَاكٍ (شامی ج اصـ٨٤)

অর্থ ঃ মেস্ওয়াক্ওয়ালা উযূর দ্বারা এক রাক্আত নামায, মেস্ওয়াক বিহীন উযূর সত্তর রাক্আত নামায অপেক্ষা উত্তম ও অধিক সাওয়াব।

(ফাতাওয়া-শামী ১ম খণ্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও লিখিয়াছেন যে—

وَ مِنْ مَنَافِعِهٖ تَذْكِيْرُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ،

(شامی ج١ صـ٨٥)

মেস্ওয়াকের সুন্নতের উপর আমলের বরকতে মৃত্যুর সময় কালেমায়ে-শাহাদত স্মরণ হইয়া যায়।

(শামী ১ম খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-মাস্‌উদ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর বর্ণনা মতে মেস্ওয়াক ধরিবার সুন্নত নিয়ম এই যে, ডান হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি মেস্ওয়াকের নিম্নভাগের নীচে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি উহার উপরিভাগের নীচে ও বাকী আঙ্গুল সমূহ মেস্ওয়াকের উপরে স্থাপন করিবে। (শামী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫)

ঈমানের সহিত মৃত্যুর ৪র্থ আমল ঃ

বর্তমান ঈমানের জন্য শোকর করা

অর্থাৎ আল্লাহ্পাক যে আমাদিগকে ঈমান নসীব করিয়াছেন, সেজন্য প্রত্যহ উহার শোকর আদায় করা। কারণ, আল্লাহ্পাকের ওয়াদা রহিয়াছে যে, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ নেআমতের শোকর আদায় করিলে অবশ্যই তিনি নেআমত বাড়াইয়া দিবেন। অতএব, বর্তমান

ঈমানের শোকর আদায় করিলে অবশ্যই ইহাতে ঈমানের মজবুতি ও উন্নতি সাধিত হইবে।

ঈমানের সহিত মৃত্যুর ৫ম আমল ঃ

কুদৃষ্টি হইতে হেফাযত ঃ

কুদৃষ্টি হইতে হেফাযতের বিনিময়ে 'হালাওয়াতে ঈমান'-এর (অর্থাৎ ঈমানের মাধুর্যের) ওয়াদা রহিয়াছে। অন্তরে একবার এই হালাওয়াত নসীব হইয়া গেলে আর কখনও তাহা ছিনাইয়া নেওয়া হয়না। অতএব, ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভের সুসংবাদও ইহাতে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হাদীসে-কুদ্‌সীতে ফরমাইয়াছেন—

إِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ مِّنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ

مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِىْ أَبْدَلْتُهٗ إِيْمَانًا يَّجِدُ

حَلَاوَتَهٗ فِىْ قَلْبِهٖ (طبرانی عن ابن مسعود رض

-كنزالعمال ج ٥ صـ٢٢٨)

অর্থ ঃ (আল্লাহ্পাক বলেন ঃ) কুদৃষ্টি ইবলীসের

বিষাক্ত তীর। যে আমার ভয়ে তাহা বর্জন করিবে, ইহার বদলে আমি তাহাকে এমন ঈমান নসীব করিব যাহার মধুরতা সে তাহার অন্তরের মধ্যে অনুভব করিবে।

(কানযুল-উম্মাল ৫ম খণ্ড ২২৮ পৃষ্ঠা)

اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِيُّ هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ يُبَيِّنُهُ

النَّبِيُّ بِلَفْظِهٖ وَيَنْسُبُهٗ اِلٰى رَبِّهٖ

হাদীসে-কুদ্‌সী ঐ হাদীসকে বলা হয় যাহা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিজের ভাষায়, কিন্তু আল্লাহ্‌র উক্তি স্বরূপ বর্ণনা করেন। (মেশ্‌কাত প্রথম খণ্ড, ৯৫ পৃঃ।)

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) লিখিয়াছেন ঃ

وَقَدْ وَرَدَ اَنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اِذَا دَخَلَتْ

قَلْبًا لَا تَخْرُجُ مِنْهُ اَبَدًا - مرقاة ج ١ صـ ٧٤

অর্থ ঃ রেওয়ায়েত আছে যে, একবার যদি কাহারও অন্তরে ঈমানের মধুরতা প্রবেশ করে তবে আর কখনও তাহা ছিনাইয়া নেওয়া হয় না। (মেশ্‌কাত ১ম খণ্ড, ৭৪ পৃঃ)

অতএব, ইহাতে ঈমানের সহিত মৃত্যু বরণের

সুসংবাদ বিদ্যমান আছে। আজকাল এই দৌলত আমাদের রাস্তা-ঘাটে বন্টন হইতেছে। তাই সেখানে কুদৃষ্টি হইতে বিরত থাকিয়া এই দৌলত হাসিল করিতে থাকুন।

ঈমানের সহিত মৃত্যুর ষষ্ঠ আমল ঃ

আযানের পরের দোআয়ে-ওয়াসীলা ঃ

আযানের পর যে দোআটি পড়া হয় তাহাকে দোআয়ে-ওয়াসীলা বলে। আপনি আযানের সময় আযানের কালেমা সমূহের জওয়াব দিন। আযান শেষ হওয়ার পর প্রথমতঃ দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া তারপর নিম্নোক্ত দোআয়ে ওয়াসীলা পড়ুন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ

الْقَائِمَةِ - اٰتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ - اِنَّكَ

لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি উক্ত নিয়মে এই দোআ পাঠ করিবে, তাহার জন্য আমার শাফাআত

(সুপারিশ) ওয়াজিব হইয়া যাইবে।

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, ইহাতে উক্ত ব্যক্তির ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভের সুসংবাদ রহিয়াছে। কারণ, কোন কাফের-বেঈমান ত হুযূর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর শাফাআত পাইবে না। তাঁহার শাফাআত হইবে একমাত্র ঈমানদারদের জন্য। (মেরকাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৩)

উল্লেখ্য যে, এই দোআর শেষ বাক্যটি বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে, বাকী অংশ বোখারী শরীফের।

ঈমানের সহিত মৃত্যুর সপ্তম আমল ঃ

আল্লাহ্ওয়ালাদের সোহ্বত ও মহব্বত

বোখারী ও মুসলিম শরীফের একাধিক রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র জন্য আল্লাহ্ওয়ালাদের সোহ্বত ও আল্লাহ্ওয়ালাদের সহিত মহব্বতের বরকতে ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভের আসমানী ফয়সালা হইয়া যায়।

রেওয়ায়েত—১ যাকেরীন তথা ছালেহীন ও ওলীআল্লাহ্দের মর্তবা সম্পর্কে হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, এক ব্যক্তি তাহার নিজের কোন কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে কিছুক্ষণের জন্য সালেহীন বা

আল্লাহ্ওয়ালাদের সঙ্গে যিকিরের মজলিসে বসিল। অতঃপর আল্লাহ্পাক যখন ফেরেশতাদের সম্মুখে ঐ সকল যাকেরীনের জন্য ক্ষমার ঘোষণা দিলেন, ফেরেশতাগণ তখন বলিতে লাগিলেন, আয় আল্লাহ্, অমুক ব্যক্তিটি ত নিছক নিজের কাজেই আসিয়াছিল এবং সেই সুবাদেই কিছুক্ষণ ওখানে বসিয়াছিল। পরন্তু, সে গুণাহ্গারও। জবাবে আল্লাহ্পাক ইরশাদ করিলেন ঃ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ -- 'ইহারা আমার এমনই মাক্বূল ও মাহ্বূব বান্দা যে, ইহাদের মজলিসে অংশগ্রহণকারীও (আমার রহ্মত হইতে) বঞ্চিত হয় না। আমি আমার ঐ পাপী বান্দাটিকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।

বিখ্যাত মোহাদ্দেস হাফেয ইবনে-হজর আছ্কালানী (রঃ) বলেন ঃ

اِنَّ جَلِيْسَهُمْ يَنْدَرِجُ مَعَهُمْ فِىْ جَمِيْعِ مَا يَتَفَضَّلُ اللّٰهُ بِهٖ عَلَيْهِمْ اِكْرَامًا لَهُمْ

-فتح البارى ج ١١ صـ٢١٣

অর্থ ঃ ইহা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্পাক তাহার ওলীদিগকে যত নেআমত ও অনুগ্রহ দান করেন, তাঁহাদের সম্মানার্থে তাঁহাদের মজলিসে অংশ গ্রহণকারী এবং

তাঁহাদের সহিত উঠা-বসাকারী বান্দাদিগকেও তিনি ঐসকল নেআমত দান করিয়া দেন। যেভাবে মহামান্য মেহ্মানের খাতিরে তাঁহার নগণ্য খাদেমকেও ঐ সকল সম্মানজনক খাদ্য-সামগ্রী দ্বারা আপ্যায়ন করা হয় যাহা মূলতঃ ঐ মেহ্মানের জন্যই তৈয়ার করা হইয়া থাকে।

(ফাত্হুল-বারী, খণ্ড ১১, পৃঃ ২১৩)

তিনি আরও বলেন ঃ

إِنَّ الذِّكْرَ الْحَاصِلَ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ أَعْلٰى وَأَشْرَفُ مِنَ الذِّكْرِ الْحَاصِلِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِحُصُوْلِ ذِكْرِ الْاٰدَمِيِّيْنَ مَعَ كَثْرَةِ الشَّوَاغِلِ وَ وُجُوْدِ الصَّوَارِفِ وَ صُدُوْرِهٖ فِيْ عَالَمِ الْغَيْبِ بِخِلَافِ الْمَلٰئِكَةِ فِيْ كُلِّ ذٰلِكَ - فتح البارى ٢١٢/١١

"মানুষের যিকির ফেরেশতাদের যিকির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম। কারণ, মানুষ জগতের অসংখ্য ঝামেলা, অসংখ্য বাধা-বিপত্তির মধ্যে থাকিয়াও এবং আল্লাহ্কে না দেখিয়াও আল্লাহ্র যিকির করে, স্মরণ করে, আল্লাহ্কে ভুলিয়া যায় না। পক্ষান্তরে, ফেরেশতাদের ত

কোন ভাবনা নাই, ঝামেলা নাই, বাধা-বিপত্তি নাই। পরন্তু, তাহারা আল্লাহ্পাককে দেখিতেছে এবং সেই হালতে তাহার যিকির করিতেছে।"

হযরত মাওলানা আছ্আদুল্লাহ্ ছাহেব মুহাদ্দিছে-সাহারানপুরী (রঃ) কী মূল্যবান একটি ছন্দ বলিয়াছেন ঃ

گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں

لیکن اسعد آپ سے غافل نہیں

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, যদিও জগতের হাজার হাজার ঝামেলার মধ্যে ডুবিয়া আছি, তবুও আপনার আস্আদ মুহূর্তের জন্যও আপনাকে ভুলিয়া যায় না।

যদিও আমি ব্যস্ত থাকি
প্রভু, দিবানিশ
ভুলতে তোমায় পারিনাকো
কভু এক নিমিষ।

—অধমেরও একটি ছন্দ আছে ঃ

دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے

یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے

—৫ অর্থঃ আল্লাহ্র প্রেমিকগণ দুনিয়ার শত-সহস্র

ব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়াও সর্বদাই 'আল্লাহ্‌র সঙ্গে' থাকেন। সব কিছুর সহিত জড়িত থাকিয়াও ইঁহারা সবকিছু হইতে জুদা ও আলাদা থাকেন, প্রেমের সূতায় প্রাণাধিক প্রিয় খোদার সঙ্গে গাঁথা থাকেন।

ব্যস্ততার এই অকূল নদে ভাসি সদা
প্রেমের সূতায় গাঁথা প্রাণে মহান খোদা।
নইকো গাফেল পরীক্ষার এ কঠিন ঘরে
যেথায় চলি বান্দা তোমার প্রেমের ডোরে।

রেওয়ায়েত—২

বোখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন ঃ যাহার ভিতর এ তিনটি গুণ বর্তমান থাকিবে, সে ঈমানের স্বাদ ও মাধুর্য প্রাপ্ত হইবে ঃ

১— যাহার অন্তরে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এতদুভয় ব্যতীত অন্য সব কিছু হইতে অধিক প্রিয় ও অধিক মাহ্‌বূব হইবে।

২— যে ব্যক্তি কাহাকেও একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য মহব্বত করিবে।

৩— যে ব্যক্তি ঈমান লাভের পর আবার কাফের-বেঈমান হইয়া যাওয়াকে এতটা কষ্টদায়ক ও অসহনীয় বোধ করে, যেরূপ তাহার আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে কষ্টদায়ক ও অসহনীয় মনে করে।

ইহা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্‌র জন্য কাহাকেও মহব্বত করা ঈমানের সহিত মৃত্যুর সৌভাগ্য লাভের জন্য একটি মস্ত বড় উপকরণ। আর ইহাও সুস্পষ্ট যে, প্রকৃতভাবে ও পরিপূর্ণ ভাবে 'আল্লাহ্‌র জন্য মহব্বত' একমাত্র আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সঙ্গেই হইতে পারে। তাই ইহার সার্থক ও সফল পন্থা হইল, কোন আল্লাহ্‌ওয়ালাকে মহব্বত করা, আল্লাহ্‌ওয়ালার সহিত সম্পর্ক গড়া। (ইহার বরকতে ঈমানের হালাওয়াত তথা ঈমানের এক অপার্থিব স্বাদ ও মাধুর্য নসীব হইয়া যাইবে।)

আর হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) লিখিয়াছেন ঃ অন্তরে একবার ঈমানের হালাওয়াত নসীব হইয়া গেলে আর কখনও তাহা কাড়িয়া নেওয়া হয় না।

আল্লাহ্‌র জন্য মহব্বতের পাঁচটি শর্ত ঃ

কি ধরনের মহব্বতকে খালেছ আল্লাহ্‌র জন্য মহব্বত বলা যায়, হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

لَا يُحِبُّهُ لِغَرَضٍ وَ لَا عِوَضٍ وَلَا عَرَضٍ وَلَا يَشُوبُ
مَحَبَّتَهُ حَظٌّ دُنْيَوِيٌّ وَلَا أَمْرٌ بَشَرِيٌّ - مرقاة ج ١/ ٧٥

"যে মহব্বত কোন গরজে নয় (মানবিক দুর্বলতাজাত কোন মতলব চরিতার্থ করার জন্য নয়), কোন

কিছুর বদলে নয়, কোন চীজ-আসবাবের নিয়তে নয়, কোনও জাগতিক স্বার্থে নয়, অথবা নিছক কোন মানবীয় বিষয়ের ভিত্তিতে নয়।" (মেশকাত, ১ম খণ্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

ঈমানী-হালাওয়াত (ঈমানের স্বাদ ও মাধুর্য) প্রাপ্তির ৫টি আলামত ঃ

১— اِسْتِلْذَاذُ الطَّاعَاتِ এবাদতে স্বাদ লাগে, মজা লাগে, আগ্রহ ও উৎসাহ বোধ হয়।

২— اِيْثَارُهَا عَلٰى جَمِيْعِ الشَّهَوَاتِ সমস্ত খাহেশাত ও মনের কামনা-বাসনাকে দাবাইয়া দিয়া আল্লাহর হুকুম ও বন্দেগীকে খাহেশাতের উপর গালেব করে, কামিয়াব করে, বিজয়ী করিয়া তুলে।

৩— تَحَمُّلُ الْمَشَاقِّ فِىْ مَرْضَاةِ اللّٰهِ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, আল্লাহকে খুশী করার জন্য সর্ব রকমের কষ্ট-তকলীফ বরদাশ্ত করে।

৪— تَجَرُّعُ الْمَرَارَاتِ فِى الْمُصِيْبَاتِ সর্ব রকমের বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশের হালতে ছবরের তিক্ততা বরণ করা, মনে-মুখে আল্লাহর প্রতি কোন অসন্তোষ বা অভিযোগ না তোলা।

৫— اَلرِّضَاءُ بِالْقَضَاءِ فِىْ جَمِيْعِ الْحَالَاتِ

সর্বাবস্থায়, সর্ব হালতে আল্লাহর ফয়সালার উপর খুশী থাকা, যাহাকে রেযা বিল্-ক্বাযা বলে। অন্তরে বা যবানে কোন রূপ শেকায়েত, আপত্তি, অভিযোগ বা অসন্তোষ প্রকাশ না করা। (মেশকাত প্রথম খণ্ড ৭৪ পৃঃ)।

'মাহাছেনে ইসলামে' উল্লেখিত আছে যে, আরিয়া সম্প্রদায়ের হিন্দুরা যখন হিন্দুস্তানের সমস্ত মুসলমানদিগকে ধর্মচ্যুত করিয়া হিন্দু ধর্ম গ্রহণ তথা হিন্দু বানানোর অভিযান চালাইতেছিল, যে সকল মুসলমান আল্লাহর ওলীদের সোহ্বত প্রাপ্ত ও তাঁহাদের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন, ঐ সমস্ত উক্ত অভিযান কারীদিগকে ঐ সকল মুসলমানদের কাছে গিয়া চরম ভাবে হতাশ, নিরাশ ও ব্যর্থ হইতে হইয়াছে। অনুরূপ একটি অভিযান কালে কানপুরের একজন মুসলমান বলিয়াছিলেন ঃ ইত্নে জুতে ছার-পর লাগাউংগা, আগার ইসলাম-কে খেলাফ কোয়ি বাত কী— অর্থাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে একটি শব্দও যদি উচ্চারণ কর তবে শত শত জুতা খাওয়ার জন্য মস্তক দুরুস্ত রাখিও। তোমাদের খবর নাই যে, আমরা তাপসকুল শিরোমণি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহীর মুরীদ।

আরিয়াদের দিল্লীস্থ কেন্দ্রের রিপোর্টে তাহারা স্বীকার করিয়াছিল যে, যে সকল মুসলমান কোন ওলীআল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কে রাখে, তাহাদের উপর আমরা তিলমাত্র প্রভাব

ফেলিতে পারি নাই, কোনক্রমেই তাহাদিগকে ঘায়েল করা সম্ভব হয় নাই। কি জ্বলন্ত সত্য বলিয়াছেন জনৈক বুযুর্গ ঃ

یک زمانہ صحبتے با اولیا

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

অর্থ ঃ কিছুক্ষণ কাল কোন ওলীআল্লাহ্‌র সোহ্‌বতে অতিবাহিত করা শত বৎসরের রিয়া-মুক্ত ও এখলাছপূর্ণ এবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

কারণ, আল্লাহ্‌র ওলীদের সোহ্‌বতের বরকতে এরূপ ঈমান ও ইয়াকীন নসীব হয় যে, মৃত্যু পর্যন্ত সেই ঈমান ও ইয়াকীন হইতে তাহার কোনরূপ বিচ্যুতি ঘটেনা।

আলেমে-রব্বানী, শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ, হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদে-মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) উপরোক্ত ফার্সী ছন্দটির এই মর্মই বাতলাইয়াছেন যে, 'আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সোহ্‌বতের বরকতে দিলের মধ্যে এমন একটা হালত পয়দা হইয়া যায়, এমন এক দৌলত হাসিল হইয়া যায় যাহার ফলে কখনও ইসলাম হইতে বাহির হওয়ার আশংকা থাকে না। বড় বড় পাপাচারেও যদি আক্রান্ত হইয়া যায়, কিন্তু মরদূদ হয়না, ইসলামের গণ্ডির বহির্ভূত হইতে পারে না। ইহার বিপরীতে, শত-সহস্র বৎসরের এবাদত-আরাধনাও ইবলীসের

মরদূদিয়ত ঠেকাইতে পারে নাই। বস্তুতঃ এই অর্থেই বলা হইয়াছে ঃ 'কিছুক্ষণ কালও কোন ওলীর সোহ্‌বত, শত বৎসরের বে-রিয়া এবাদত অপেক্ষা উত্তম।'

কারণ, ইহা সুস্পষ্ট কথা যে, যে জিনিস, যে গুণ, যে রূহানী শক্তি মরদূদিয়ত হইতে হেফাযত করে, নিঃসন্দেহে তাহা সহস্র বৎসরের সেই ইবাদত অপেক্ষা উত্তম যাহার মধ্যে ঐ গুণ বা শক্তি নাই।'

(মালফূযাতে হুস্‌নুল-আযীয, পৃঃ ১৫)

আল্‌হামদু লিল্লাহ্, হুস্‌নে-খাতেমার সাতটি আমলের বয়ান পূরা হইল। আল্লাহ্‌পাক আমাদের সকলকে আমলের তওফীক দান করুন। সম্মানিত পাঠকদের নিকট অধম-নালায়েকের অনুরোধ, দোআ করিবেন আল্লাহ্‌পাক মেহেরবানী করিয়া এ অধমকেও যেন হুস্‌নে-খাতেমা ও এস্তেকামত্ (দ্বীনের উপর দৃঢ়তা ও ঈমানের সহিত মউত) নসীব করেন। আমীন।

এস্তেখারার নামায

কখনও যদি কোন কাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সংশয় বা দোদুল্যমান অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, এ কাজ করিব কি করিবনা, তখন এস্তেখারার নামায পড়িয়া এস্তেখারার দোআ পাঠ করিবেন। অতঃপর যাহা বা যে দিকটি অন্তরের ভিতর প্রবল ও জোরদার মনে হয় তাহাই করিবেন।

আল্লামা শামী (রঃ) হযরত আনাস্ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় এস্তেখারার নামায সাত বার পড়ার কথা লিখিয়াছেন।

হাদীস শরীফে আছে ঃ মশ্ওয়ারা (পরামর্শ) করিয়া কোন কাজ করিলে লজ্জা ও অনুশোচনার সম্মুখীন হইবেনা এবং আল্লাহ্পাকের পক্ষ হইতে ভাল-মন্দ জানিয়া লওয়ার জন্য এস্তেখারা করিয়া নিলে ব্যর্থকাম হইবেনা। এস্তেখারার মাধ্যমে নিজের পালনকর্তার নিকট হইতে ভাল-মন্দ জানিয়া না লওয়া নিজের দুর্ভাগ্য ও বদ্নসীবি ব্যতীত আর কিছু নয়।

স্মরণ রাখা দরকার যে, এস্তেখারার মধ্যে কোন স্বপ্ন দেখা অথবা ডানে-বাঁয়ে কোন রকম ফড়কানি অনুভব হওয়া আদৌ জরুরী নহে। বরং সোজা কথা এই যে, অন্তরে যাহা প্রবল মনে হয়, বস্, তাহাই করিবে। যদি কোথাও কাহারও বিবাহের পয়গাম পাঠাইতে হয় কিংবা নিজের বিবাহ করিতে হয় বা সফরে যাইতে হয় অথবা অন্য কোন কাজ করিতে হয়, তখন এস্তেখারা করিয়া নিবে, এস্তেখারা ব্যতীত করিবে না। ইনশাআল্লাহ্, তাহা হইলে কখনও কোন কাজ করিয়া পেরেশানী ও দুর্ভোগে পতিত হইবেনা।

এস্তেখারার তরীকা

দুই রাক্আত নফল নামায পড়িয়া অতঃপর খুব দিল্ লাগাইয়া এই দোআ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ

اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَاۤ اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَاۤ اَعْلَمُ

وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ

هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَ مَعَاشِىْ وَ

عَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ

فِيْهِ - وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ

دِيْنِىْ وَ مَعَاشِىْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ

وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ

اَرْضِنِىْ بِهٖ

যখন 'হায়াল্-আম্‌রা' পড়িবে তখন উদ্দেশ্যের খেয়াল করিবে। যদি সন্দেহ-সংশয় দূর না হয় তবে সাতদিন পর্যন্ত এস্তেখারা করিতে থাকিবে। যদি বিলম্ব করা সম্ভব না হয় তবে একই সঙ্গে দুই রাক্‌আত করিয়া ৭বার নফল নামায পড়িয়া লইবে। প্রতি দুই রাক্‌আতের শেষে সালাম ফিরাইবে। অতঃপর উপরোল্লেখিত দোআ পাঠ করিবে।

তওবার নামায-এর আমল

ইহাকে 'ছালাতুত্-তাওবা' বলে। শরীঅতের খেলাফ কোন কাজ, কোন পাপ হইয়া গেলে দুই রাক্‌আত নফল নামায পড়িয়া খুব কাকুতি-মিনতির সহিত আল্লাহ্‌পাকের দরবারে তওবা করিবে এবং খুব লজ্জিত-অনুতপ্ত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমার দরখাস্ত করিবে। হাদীস শরীফে আছে, তোমরা কাঁদ। কান্না না আসিলে চেহারার মধ্যে ক্রন্দনকারীদের মত ভাব-ভঙ্গি পয়দা করিয়া কাঁদিতে চেষ্টা কর। এবং পাক্কা নিয়ত করিবে যে, আর কখনও গুনাহ্ করিবনা। এরূপ আমল করিলে সেই গুনাহ্ পরম করুণাময়ের অপার কৃপায় মাফ হইয়া যায়।

সতর্কবাণী

শাইখুল-হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা ছাহেব (রঃ) লিখিয়াছেন যে, 'তাম্বীহুল-গাফিলীন' নামক কিতাবে

ফকীহ্ আবুল-লাইস্ (রঃ) বলিয়াছেনঃ বেশী-বেশী পরিমাণে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়িতে থাকা, আল্লাহ্‌পাকের নিকট ঈমানের হেফাযতের জন্য দোআ করিতে থাকা এবং সর্বদা গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া চলা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। কারণ, বহু লোক গুনাহের বিষাক্ত বদভ্যাসের অশুভ পরিণামে বেঈমান হইয়া গিয়াছে।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর যমানায় এক যুবকের মৃত্যুর সময় তাহার মুখ দিয়া কালেমা বাহির হইতেছিল না। আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাহার নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কি ব্যাপার ? কি অবস্থা ? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মনে হইতেছে যেন আমার দিলের উপর তালা লাগাইয়া রাখা হইয়াছে। হুযূর জানিতে পারিলেন যে, তাহার মা তাহার প্রতি নারাজ ও অসন্তুষ্ট রহিয়াছে। কারণ, সে মাকে কষ্ট দিয়াছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাহার মাকে ডাকিয়া বুঝাইলেন এবং বলিলেন যে, কেহ যদি তোমার ছেলেকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তবে, তুমি কি এই ছেলের জন্য কোন সুপারিশ করিবে ? সে বলিল, জ্বীহাঁ, অবশ্যই। (মহিলা হুযূরের কথায় সবকিছু বুঝিয়া ফেলিল।) হুযূর বলিলেন, তুমি তাহাকে মাফ করিয়া দাও। মহিলা মাফ করিয়া দিল। সঙ্গে-সঙ্গেই ছেলেটির মুখ হইতে কালেমা বাহির হইল।

হাদীস শরীফে আছে ঃ যে ব্যক্তি এখলাছের সহিত কালেমা পাঠ করিবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবেই। জিজ্ঞাসা করা হইল যে, এখানে এখলাছের কি অর্থ ? হুযূর বলিলেন, কালেমা তাহাকে হারাম কার্যাবলী হইতে ফিরাইয়া রাখিবে।

শিক্ষণীয় ঘটনা

হাল যমানার একটি ঘটনা। এক ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর সময় সবকিছুই বলিতে পারিতেছিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার মুখ দিয়া 'তওবা' বাহির হইল না। লোকটি অব্যাহত ভাবে কবীরা-গুনাহে লিপ্ত ছিল, কিন্তু সে তওবা করিতনা। ইহারই মর্মন্তুদ পরিণাম এই হইল যে, মৃত্যুকালে তাহার তওবা নসীব হইল না।

এক আযীমুশ্-শান্ ওযীফা

মাগফেরাত, জান্নাত, ৭০টি প্রয়োজন পূরণ ও দুশমনের উপর জয় লাভের আমল ঃ

ইহা একটি অতি মূল্যবান ওযীফা। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যখন সূরায়ে ফাতেহা, আয়াতুল-কুরছী, শাহিদল্লাহু আন্নাহূ...এবং আল্লাহুম্মা মালিকাল- মুল্কি নাযিল হইতেছিল তখন ইহারা আরশকে জড়াইয়া ধরিয়া ফরিয়াদ করিয়াছিল ঃ আয় আল্লাহ্, আপনি আমাদিগকে এমন এক জাতির উপর

নাযিল করিতেছেন যাহারা আপনার নাফরমানীতে লিপ্ত হইবে। আল্লাহ্পাক ইরশাদ করিলেন ঃ আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, আমার সুউচ্চ মর্যাদার কসম, যাহারা প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তোমাদিগকে তেলাওয়াত করিবে, আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব, জান্নাতুল-ফেরদাউসে জায়গা দিব, রোজ তাহার সত্তরটি প্রয়োজন পূরা করিয়া দিব যাহার মধ্যে সবচেয়ে 'ক্ষুদ্র প্রয়োজন' হইল মাগ্ফেরাত (বা গুনাহের ক্ষমা)। –(দাইলামী।)

কোন-কোন রেওয়ায়েতে ইহাও আছে যে, তাহাদিগকে আমি তাহাদের দুশমনদের উপর বিজয়ী করিব। (তাফসীরে-রূহুল-মাআনী, পারা ৩, পৃঃ১০৬)।

আমল করার তরীকা

প্রথমতঃ আল্হামদু শরীফ, তারপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবেন।

আল্হামদু শরীফ—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ
الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ
الضَّالِّيْنَ-

আয়াতুল কুরছী—

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ
سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ
مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ
بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ
الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ -

অতঃপর—.............................

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ

وَ اُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ - لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ
- وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ - وَمَنْ يَّكْفُرْ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

তারপর পড়িবেন—

اَللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ
تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ
تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ
وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَىَّ

مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ

مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

সাইয়েদুল-এস্তেগ্‌ফার
(শ্রেষ্ঠ এস্তেগ্‌ফার)

হযরত শাদ্দাদ ইবনে-আওছ্ (রাঃ)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ্‌পাকের দরবারে নিম্নরূপ আর্‌যি পেশ করা সর্বোত্তম এস্তেগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَاۤاِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ - خَلَقْتَنِىْ

وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ

مَااسْتَطَعْتُ - اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ -

اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَ اَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ

لِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ——

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ, আপনি আমার পালনকর্তা, আপনি

ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার সহিত কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর আমার সাধ্য পরিমাণ কায়েম আছি। আমি আমার সকল কৃতকর্মের অনিষ্ট ও খারাবি হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমার প্রতি আপনার দেওয়া নেআমত সমূহের কথা আমি স্বীকার করি এবং সেই সঙ্গে আমার নাফরমানীর কথাও স্বীকার করি। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। কেননা, আপনি ব্যতীত ক্ষমা করার যে আর কেহই নাই।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ কেহ যদি দিনের কোন অংশে খাঁটি ভাবে, আন্তরিক ভাবে, ইয়াকীন সহকারে আল্লাহ্‌পাকের দরবারে উক্ত আর্যি পেশ করে এবং সেই দিনই রাত্রি শুরু হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করে, নিঃসন্দেহে সে জান্নাতবাসী হইবে। অনুরূপভাবে, কেহ যদি রাতের কোন অংশে এই এস্তেগফার পাঠ করে এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, নিঃসন্দেহে সে জান্নাতবাসী হইবে।(বোখারী শরীফ।)

ইছ্‌মে-আ'যম

১—হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সঙ্গে ছিলেন।

এক ব্যক্তি নামায পড়িতেছিল। নামাযের পর সে এই দোআ পাঠ করিল ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এতদশ্রবণ পর তাঁহার সাহাবীগণকে বলিলেন, বলিতে পার, লোকটি কিরূপ দোআ পড়িল ?

তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। হুযূর বলিলেন, সেই যাতের কসম যাহার হাতে আমার জীবন, নিঃসন্দেহে সে ইস্‌মে-আ'যমের দ্বারা দোআ করিয়াছে যাহার সহিত দোআ করিলে দোআ কবূল হয় এবং যাহা কিছু প্রার্থনা করা হয় আল্লাহ্পাক তাহা দান করেন।

(আবূদাউদ, তিরমিযী, রূহুল মাআনী ২৭ পারা, ১১০ পৃষ্ঠা।)

লক্ষণীয় যে, রাসূলে-আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কসম করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা ইস্‌মে-আ'যম।

২— একদা এক ব্যক্তি এই দোআ পাঠ করিতেছিল ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থঃ আয় আল্লাহ্, আমি আপনার দরবারে আমার আর্যি পেশ করিতেছি এই উসীলায় যে, আমি আন্তরিকভাবে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনিই আল্লাহ্, আপনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। আপনি এমন মা'বূদ যিনি এক, লা-শারীক, বে-নিয়ায, যিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু সকলেই তাহার মুখাপেক্ষী, এবং যিনি কাহারও জনকও নন, জাতকও নন, পিতা-মাতাও নন, সন্তান-সন্ততিও নন এবং যাহার কোন সমকক্ষ নাই, সমতুল্য নাই।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এই দোআ শ্রবণ পর ইরশাদ করিলেন, সেই আল্লাহ্র কসম যাহার হাতে আমার জীবন, অবশ্যই সে ইস্‌মে-আ'যম দ্বারা দোআ করিয়াছে, যাহার উসীলায় দোআ করিলে আল্লাহ্পাক তাহা কবূল করেন এবং যাহা কিছু প্রার্থনা করা হয়, তিনি

তাহা দান করেন। (রূহুল-মাআনী ৩০পারা,২৬৭ পৃষ্ঠা)।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ

وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ

اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

কেহ যদি কোন শক্তিশালী ভিটামিন সেবন করে, তবে তাহার উপকার লাভের জন্য অবশ্যই তাহাকে বিষ পান হইতে বিরত থাকিতে হইবে। অনুরূপভাবে, উল্লেখিত ফাযায়েল বা দোআ সমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ উপকারিতা তাহারাই হাসিল করিতে পারিবে যাহারা গুনাহ্ সমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য যথার্থ চেষ্টা ও ফিকির করে, কখনও পদস্খলন ঘটিয়া গেলে কাল বিলম্ব না করিয়া তওবা ও এস্তেগফার করে, সংশ্লিষ্ট গুনাহ্ বর্জন করে এবং অনুতাপ-অনুশোচনা ও রোদন করে। অতএব, উল্লেখিত দোআ ও ওযীফা সমূহের দ্বারা পূর্ণমাত্রায় উপকৃত হওয়ার জন্য পাপাচার হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য যথার্থ চেষ্টা-ফিকির ও এহ্তেমাম্ করা অত্যন্ত জরুরী।

অধম মুহাম্মদ আখতার (করাচী)

ছালেকীনের সকাল-সন্ধ্যার মা'মূলাত বা ওযীফা ঃ

ছালেক তাহারা যাহারা তরীকতভুক্ত লোক। যাহারা ছালেক নন ঐসকল মুসলমানগণও আমল করিতে পারিবেন এবং ইন্শাআল্লাহ্ তাহারাও উপকার পাইবেন।

১— বিছমিল্লাহ্ সহ সূরায়ে-এখলাছ ৩ বার, সূরায়ে-ফালাক ৩ বার, সূরায়ে-নাছ্ ৩ বার।

২— সূরায়ে তওবার শেষ আয়াত হাছ্বিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু (পূর্ণ) (৭বার)।

৩— আউযু বিল্লাহিছ্-ছামী-ইল আলীমি মিনাশ্-শাইতানির রাজীম ৩ বার পাঠ করতঃ সূরায়ে হাশরের শেষ তিন আয়াত (১বার)।

৪— সাইয়েদুল-এস্তেগ্ফার (১ বার)। (পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে।)

৫— بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِىْ وَ نَفْسِىْ وَوَلَدِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ —(৩বার)

৬— سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ وَلَاحَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (৩ বার)

ফায়দা ঃ এই দোআ পাঠকারীকে আল্লাহ্পাক অন্ধ হওয়া, পাগল হওয়া, কুষ্ঠরোগ ও প্যারালাইসিস হইতে হেফাযত করিবেন।

৭— লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্ (৭ বার)।

৮— ছালাতে-তুনাজ্জীনা বা দরূদে-তুনাজ্জীনা (৩ বার) দরূদটি এই—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَ تَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

ফায়দা ঃ এই দরূদ পাঠ করিলে আল্লাহ্পাক তাহাকে কঠিন বিপদ হইতে হেফাযত করেন ও উদ্ধার করেন।

৯—সূরায়ে-ইউনুছের ৮১ ও ৮২ নং আয়াত (৩বার)।

(এই আমলের বরকতে ছেহের-যাদু হইতে নিরাপদ থাকে।)

আয়াত দুইটি এই ঃ

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

১০— আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন্ জাহ্দিল বালা-য়ি ওয়া দার্কিশ্-শাকা-য়ি ওয়া-ছূয়িল কাযা-য়ি ওয়া শামাতাতিল-আ'দায়ি (৭ বার)।

১১— اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ وَاَعِذْنِىْ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ আল্লাহুম্মা আল্হিম্নী রুশ্দী ওয়া-আয়িয্নী মিন-শাররি নাফ্ছী (৩বার)।

১২— আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা আন্-উশ্রিকা বিকা ওয়া-আনা আ'লামু, ওয়া-আছ্তাগফিরুকা লিমা লা-আ'লাম (৩ বার)

১৩— জামে' দোআ (সর্বপ্রকার কল্যাণের দোআ) (১ বার)—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ
نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ
مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَ عَلَيْكَ
الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

১৪— اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ (৭বার)।

উপরোক্ত এই দোআ ফজরের পর ৭ বার ও মাগরিবের পর ৭ বার পাঠ করিলে আল্লাহ্‌পাক তাহাকে দোযখ হইতে হেফাযত করিবেন।

১৫— বিছ্‌মিল্লাহিল্লাযী লা-ইয়াযুররু মাআছ্‌মিহী (পূর্ণ) —(৩ বার)।

অতি উপকারী কতগুলি বিষয় সংযোজন ঃ

অধম মোতার্‌জেমের আশ্রয়, আমার মাননীয় পীর ও মোর্শেদ দামাত্‌ বারাকাতুহুম-এর এই কিতাবখানার সমাজে খুব বেশী চাহিদা। লোকেরা হযরত মোর্শেদ কর্তৃক কোরআন-হাদীছ হইতে চয়নকৃত এই আমল সমূহ

দ্বারা উপকৃত হইতেছে এবং দূর-দূর হইতে ইহার খোঁজে আসিতেছে। আমার প্রাণপ্রিয় মোর্শেদ (দামাত বারাকাতুহুম) বলেন, হে মানুষ, তোমরা পীরদের তাবীয ও দোআর প্রতি অনুরক্ত, তাহা হইলে স্বয়ং রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-ছাল্লাম-এর প্রতি কত বেশী অনুরক্ত হওয়া দরকার এবং স্বয়ং প্রিয় নবীর বাতলানো দোআ-কালাম কত বেশী উপকারী হইতে পারে ? তাই নেহায়েত দামী ও উপকারী আরও কয়েকটি আমল হাদীছ শরীফ হইতে সংযোজন করা হইল।

এই সূরা পাঠ করিলে ১০ খতম কোরআনের ছাওয়াব ঃ

হযরত আনাছ্‌ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি একবার সূরায়ে-ইয়াসীন পাঠ করিবে, আল্লাহ্‌পাক তাহাকে দশ বার কোর্‌আন খতম করার ছাওয়াব দান করিবেন। (তিরমিযী-শরীফ, মেশ্‌কাত শরীফ ১৮৭ পৃষ্ঠা)।

এক মিনিটে এক খতম কোরআনের ছাওয়াবঃ

হযরত আবুদ-দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ সূরায়ে এখলাছ্‌ একবার পাঠ করিলে পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করার ছাওয়াব পাওয়া যায়।

(মুসলিম শরীফ, মেশ্‌কাত শরীফ ১৮৫ পৃষ্ঠা।)

হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রঃ) বলেন, এই হাদীছের আলোকে বলা হয় যে, এই সূরা তিন বার পাঠ করিলে এক খতম কোরআন শরীফের ছাওয়াব পাওয়া যায়।

এক হাযার আয়াতের ছাওয়াব ঃ

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ সূরায়ে আল্‌হাকুমুত্-তাকাছুর পাঠ করিলে আল্লাহ্‌পাক তাহাকে এক হাযার আয়াত পাঠ করার ছাওয়াব দান করেন।

(তাফসীরে-মাযহারী ১০ম খণ্ড)

এক শত নফল হজ্জের ছাওয়াব ঃ

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে ১০০ বার ও সন্ধ্যায় ১০০ বার ছুবহানাল্লাহ্ পাঠ করিবে, আল্লাহ্‌পাক তাহাকে এক শত নফল হজ্জের ছাওয়াব দান করিবেন।

(মেশকাত শরীফ ২০২ পৃষ্ঠা।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

লক্ষণীয় যে, আমরা যদি প্রত্যহ উপরোক্ত সূরা বা তাছবীহ্ পাঠ করিয়া নিজের জীবিত বা মৃত পিতা-মাতা বা অন্যান্য মৃতদের জন্য ছাওয়াব বখশিশ্ করিয়া দিই, ইহাতে তাহারা কত বেশী উপকৃত হইবেন। হক্কানী

আলেমগণ ছাওয়াব-রেছানীর যে সকল ভুল প্রথা হইতে বারণ করেন উহার বদলে আমরা আমাদের নবীকরীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর বাতলানো এসকল দামী-দামী আমল নির্দ্বিধায় করিতে পারি।

প্রতি কদমে ১ বৎসরের নফল রোযা ও ১ বৎসরের নফল নামাযের ছাওয়াব ঃ

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে (১) নিজের পোশাকাদি ভালভাবে ধুইবে (২) এবং গোসল করিবে, (৩) আগে-আগে মসজিদে যাইবে, (৪) হাটিয়া যাইবে, সওয়ার হইয়া নয়, (৫) ইমামের নিকটে গিয়া বসিবে, (৬) মনোযোগের সহিত খোৎবা শ্রবণ করিবে, (৭) কোন অহেতুক কথা হইতে বিরত থাকিবে, (অতি সহজ এই ৭টি আমলের বরকতে) আল্লাহ্‌পাক তাহাকে তাহার প্রতি কদমের বিনিময়ে এক বৎসরের নফল নামায ও এক বৎসরের নফল রোযার ছাওয়াব দান করিবেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাছায়ী, ইবনে মাজাহ্, মেশকাত ১২২ পৃষ্ঠা।)

দরূদে-ইব্রাহীমী উত্তম নাকি দরূদ লাখী বা দরূদে-তাজ ?

ধূমী-খাঁ নামক এক ব্যক্তি হযরত শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (রঃ) এর নিকট মুরীদ হওয়ার পর বলিল, হযরত, আমি ত দরূদ লক্ষী (লাখী) পড়ি, আপনি কোন্‌টা পড়িতে

বলেন ? তিনি বলিলেন, ধূমী-খাঁ, দরূদ-লাখী, দরূদ-তাজ এইগুলি হইল নবী-করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর কোন না কোন গোলামের হাতের তৈরী, আর দরূদে-ইব্রাহীমী স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর তৈরী। এখন তুমিই বল যে, গোলামের বানানো দরূদ উত্তম, নাকি স্বয়ং নবীজির বানানো দরূদ ? ধুমী-খাঁ বলিল, হযরত, কোথায় আমার পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, আর কোথায় তাঁহার গোলাম? হযরত বলিলেন, ধূমী-খাঁ, তাহা হইলে যতক্ষণ তুমি দরূদ-লাখী বা দরূদ-তাজ পড়িতে, ততক্ষণ তুমি স্বয়ং প্রিয় নবীজির দেওয়া দরূদ-শরীফ দরূদে-ইব্রাহীমী পাঠ করিও। ধূমী-খাঁ খুশীতে বাগবাগ হইয়া গেল। (আমার মোর্শেদ হইতে বর্ণিত)

দরূদে-ইব্রাহীমী ঐ দরূদকে বলে যাহা আমরা নামাযের শেষ বৈঠকে আত্-তাহিয়্যাতুর পরে পড়িয়া থাকি। অর্থাৎ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

সবচেয়ে ছোট্ট দরূদ শরীফ ঃ

হযরত আবূ বুর্দাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ আমার উম্মতের যে কোন লোক যদি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্পাক তাহার প্রতি দশটি রহ্মত নাযিল করেন, দশটি উচ্চ মর্তবা দান করেন, আমলনামায় দশটি নেকী লেখেন এবং দশটি গুনাহ্ মাফ করিয়া দেন। (নাছায়ী শরীফ, মাআরেফুল-হাদীছ)

আমরা অন্ততঃ নিম্নে বর্ণিত সর্বাধিক ছোট্ট এই দরূদ-শরীফটি দ্বারাও এত বড় এই ফযীলত হাছিল করিতে পারি— صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

ছাল্লাল্লাহু আলান্-নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি।

আমার পীর ও মোর্শেদ আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এই দরূদ-শরীফ প্রত্যহ ১০০ বার পাঠ করার উপদেশ দেন।

বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের, আগুন ও সব ধরনের বিপদ হইতে নিরাপদ থাকার দোআ ঃ

কেহ আসিয়া হযরত আবুদ্-দার্দা (রাঃ)-কে সংবাদ দিল যে, আগুন লাগিয়া আপনার ঘর ভস্মীভূত হইয়া

গিয়াছে। হযরত আবুদ্-দারদা একেবারে কোনরূপ উদ্বিগ্ন না হইয়া বলিলেন, কখনও না, আল্লাহ্‌পাক কিছুতেই এরূপ করিবেন না। কারণ, আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-ছাল্লাম-এর মুখে শুনিয়াছি, যে-ব্যক্তি দিনের শুরুতে এই দোআটি পাঠ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল বিপদ হইতে হেফাযতে থাকিবে, কোন বিপদই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। আর সন্ধ্যায় পাঠ করিলে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকিবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, তাহার নিজের মধ্যে, তাহার পরিবার-পরিজনের মধ্যে ও তাহার ধন-সম্পদের মধ্যে কোন বিপদ-আপদ দেখা দিবে না। আজ সকালে আমি এই দোআটি পাঠ করিয়াছি। অতএব, আমার ঘরে কিরূপে আগুন লাগিতে পারে? অতঃপর তিনি লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা যাইয়া দেখিয়া নাও। সকলের সঙ্গে তিনিও ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, সত্যই মহল্লায় আগুন লাগিয়াছিল এবং হযরত আবুদ্-দারদার ঘরের চতুর্দিকের ঘর সমূহ পুড়িয়া গিয়াছে, অথচ মধ্যস্থলে তাঁহার ঘরটি সম্পূর্ণ নিরাপদ রহিয়াছে। দোআটি এই—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ
وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ

وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ - وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا
بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ - اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্, আপনি আমার রব্, আপনি আমার পালনকর্তা। আপনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। একমাত্র আপনার উপরই আমার ভরসা। আপনি আরশে আযীমের মালিক। আল্লাহ্ যা চান, তা হয়। আর তিনি যা চান না, তা হয় না। মহীয়ান্-গরীয়ান্ আল্লাহ্‌পাকের সাহায্য ব্যতীত না গুনাহ্ হইতে বাঁচার কোন উপায় আছে, না এবাদত করার কোন শক্তি আছে। আমি নিশ্চিত ভাবে জানি যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং তাহার জ্ঞান সবকিছুকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

(উছ্ওয়ায়ে রসূলে-আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ৩১১ পৃষ্ঠা।)

জাহান্নাম হইতে মুক্তির দোআ ঃ

হযরত মুসলিম তামীমী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাকে চুপে-চুপে ফরমাইয়াছেন, যখন তুমি মাগরিবের নামায শেষ কর

তখন কাহারও সহিত কথা বলার আগেই সাত বার এই দোআ পাঠ করিও— اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ

যদি তুমি তাহা পাঠ কর, আর ঐ রাত্রেই তোমার মৃত্যু হইয়া যায়, তবে তোমার জন্য জাহান্নাম হইতে 'মুক্তি' লিখিয়া দেওয়া হইবে। ফজরের নামাযের পরও যদি অনুরূপ (কাহারও সহিত কথা বলার আগেই) এই দোআ পাঠ কর, আর ঐ দিনই তোমার মৃত্যু হইয়া যায়, তবে তোমার জন্য জাহান্নাম হইতে 'মুক্তি' লিখিয়া দেওয়া হইবে। (আবূ দাঊদ শরীফ, মেশ্‌কাত শরীফ ২১০ পৃষ্ঠা।)

যেই দোআর ছাওয়াব এক হাজার দিন পর্যন্ত লেখা হয় ঃ

হযরত ইবনে-আব্বাছ্‌ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ

যে ব্যক্তি (একবার) এই দোআ পাঠ করিবে, ইহার ছাওয়াব সত্তর (৭০) জন ফেরেশতাকে এক হাজার দিন পর্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত করিয়া দিবে। অর্থাৎ এক হাজার দিন পর্যন্ত লাগাতার উহার ছাওয়াব লিখিতে লিখিতে তাহারা ক্লান্ত হইয়া যান।

দোআটি এই— جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ

(তাব্‌রানী, তার্‌গীব ও তার্‌হীব, ফাযায়েলে দরূদ ৪৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে আমল করার তওফীক দান করুন।